[২০১৯] ১৮ এস. সি. আর. ৯২৪

মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যান্যরা

বনাম

লাফার্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্যরা

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫৩০২)

০৯ ই জুলাই, ২০১৯

[রঞ্জন গোঁগোঁই, প্রধান বিচারপতি, এস আব্দুল নাজীর এবং সঞ্জিভ খান্না, বিচারপতিদ্বয়]

কর আরোপ - বিক্রয় কর - মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০০০ - ধারা ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৫ এবং ৮৬ - পূর্ববর্তী একীভূত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যকে দুটি রাজ্যে বিভক্ত করা, যথা, মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং নতুন ছত্তিশগড় রাজ্য - মধ্যপ্রদেশ বাণিজ্যিক কর আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে প্রদত্ত বিক্রয় কর স্থগিত করার ছাড় বা সুবিধার উপর প্রভাব, প্রযোজ্য নিয়ম সহ পঠিত - ধারা ৭৮-এ কল্পনা করা বিধান হিসাবে গণ্য করা - যেসব শিল্প ইউনিটকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর পুনর্গঠিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশ অথবা নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যে অবস্থিত ছিল, তারা কি অন্য রাজ্যে কর অব্যাহতি/স্থগিতাদেশের সুবিধা ভোগ করতে পারবে যখন তারা নতুন ছত্তিশগড় রাজ্য অথবা পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত রাজ্য থেকে আন্তঃরাজ্য লেনদেন (গুলি) পরিচালনা করবে, যেমনটি প্রযোজ্য - স্থির করা হল ঃ না - ধারা ৭৮-এর দ্বিতীয় অংশে একটি কল্পনাপ্রসূত কথা রয়েছে, যার ফলস্বরূপ, পুনর্গঠনের আগে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কর্তৃক প্রণীত আইনগুলি নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যের অংশ গঠনকারী অঞ্চল এবং পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, তবে তাদের আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে - ঐক্যবদ্ধ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে বলবৎ আইন বা আইন দুটি রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকবে, এক বা একই আইন বা আইন হিসেবে নয়, বরং দুটি পৃথক রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দুটি পৃথক আইন বা আইন হিসেবে - ১ লা নভেম্বর, ২০০০ তারিখের নির্ধারিত তারিখ থেকে ছত্তিশগড় রাজ্য এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের মধ্যে এবং তদ্বিপরীত রাজ্যের মধ্যে যেকোনো বাণিজ্য আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য হবে, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য নয় - পুনর্গঠন আইনের এই ধারণা এবং বিধানগুলি কোথাও এই ধারণা দেয় না যে বাণিজ্যটি আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য হিসেবেই থাকবে, দুই রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য নয় -

প্রকৃতপক্ষে, এই প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত যেকোনও কল্পকাহিনী সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৬-এর পরিপন্থী হবে এবং ১৬ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে সংশোধনের পূর্বে বিদ্যমান ছিল - মধ্যপ্রদেশ বাণিজ্যিক কর আইন, ১৯৯৪ - মধ্যপ্রদেশ সাধারণ বিক্রয় কর আইন, ১৯৫৮ - ধারা ১২ - কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইন, ১৯৫৬ - ধারা ৮(৫) - ভারতের সংবিধান - অনুচ্ছেদ ২৮৬ (১৬/০৯/১৬ তারিখে সংশোধনের পূর্বে) - আইনি কল্পকাহিনী - বিধান বিবেচনা করা

কর আরোপ - আন্তঃরাজ্য বিক্রয় - রাজ্যগুলির পুনর্গঠন - এক রাজ্য থেকে দুটি নতুন উত্তরসূরী রাজ্য তৈরি - প্রভাব – আদেশ- একটি নতুন রাজ্য তৈরির ফলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু এটি দুটি উত্তরসূরী রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য বিক্রয়কে আন্তঃরাজ্য বিক্রয় হিসাবে বিবেচনা করার ভিত্তি এবং কারণ হতে পারে না - এটি সংবিধান এবং এমনকি সংবিধি অর্থাৎ পুনর্গঠন আইনের পরিপন্থী হবে - যখনই একটি নতুন রাজ্য গঠিত হয়, তখন কিছু সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেবে, কিন্তু সেগুলি সংবিধানের বিধান এবং আইনের সীমারেখার মধ্যে থেকেই সমাধান করতে হবে; সংসদের যে নির্দেশে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ অনুসারে নতুন রাজ্য গঠিত হয়েছে, তা অগ্রাহ্য করে নয় – নতুন রাজনৈতিক রাজ্যের সৃষ্টি পূর্ণ আইনগত কার্যকারিতা পেতে হবে – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ৩

রাজ্য পুনর্গঠন - পুনর্গঠনের পরে বা পরে নতুন রাজ্যে আইনের ধারাবাহিকতার তত্ত্ব – আদেশ- "পরিষ্কার রাষ্ট্র" নীতি, যেমনটি আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের সাথে সম্পর্কিত, যার অর্থ হল উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র সাধারণত পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের পূর্ববর্তী চুক্তির বাধ্যবাধকতা বা অধিকারের উত্তরাধিকারী হয় না, এটি ধারা ৩ এর অধীনে সংসদ কর্তৃক গৃহীত এবং প্রয়োগ করা অঞ্চলগুলির সমন্বয় থেকে আলাদা - পুনর্গঠিত রাজ্যগুলি সাধারণত ট্যাবুলা রস হিসাবে শুরু হয় না, বরং তারা পূর্ব-বিদ্যমান পূর্ববর্তী রাজ্যগুলির উত্তরসূরী - পুনর্গঠন আইন (গুলি) তে অভিন্নভাবে এমন বিধান রয়েছে যা একটি আইনি কল্পনা তৈরি করে যাতে রাজ্যের পুনর্গঠন পুনর্গঠনের আগে এবং পরেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অঞ্চলের জন্য আইনের প্রযোজ্যতাকে প্রভাবিত করবে না - তবে, এটি অন্য একটি নির্দেশ/নিয়মের সাপেক্ষে যে অঞ্চলগুলিতে পূর্বে প্রযোজ্য বিদ্যমান আইনগুলি নতুন রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ না নতুন রাজ্য বাতিল বা সংশোধনের মাধ্যমে আইনের অভিযোজন বা পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে - মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০০০ - ধারা ৭৮ এবং ৭৯ - বিহার পুনর্গঠন আইন, ২০০০ - ধারা ৮৪ এবং ৮৫ - মতবাদ / নীতি - আইনের ধারাবাহিকতার তত্ত্ব - "পরিষ্কার স্লেট" নীতি - ভারতের সংবিধান - অনুচ্ছেদ ৩

'মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০০০ - ধারা ৮৫ - ধারা ৮৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্গঠন আইনের বিধানগুলিকে প্রদত্ত প্রাধান্যের অর্থ এবং প্রভাব – আদেশ- অন্য কোনও আইনে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও, উক্ত আইনের বিধানগুলি কার্যকর থাকবে - অতএব, পুনর্গঠন আইনের বিধানগুলিকে অন্য কোনও আইনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে - যাইহোক, এই প্রাধান্য সংবিধান দ্বারা কল্পনা করা আইনি প্রভাবকে অস্বীকার বা অতিরঞ্জিত করার উদ্দেশ্যে নয় যা মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় রাজ্য (পূর্ববর্তী একীভূত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য থেকে) তৈরির ফলে তৈরি হয়েছিল, যেখানে এখন থেকে পৃথক আইনসভা এবং নির্বাহী বিভাগের সমন্বয়ে পৃথক সরকার থাকবে

সংবিধির ব্যাখ্যা - পারি উপাদানের বিধান - বিহার পুনর্গঠন আইন, ২০০০ - ধারা ৮৪ এবং ৮৫ - পূর্ববর্তী একীভূত বিহার রাজ্যকে দুটি রাজ্যে বিভক্ত করা, যথা, একটি পুনর্গঠিত বিহার রাজ্য এবং নতুন ঝাড়খণ্ড রাজ্য - বিহার পুনর্গঠন আইনের ধারা ৮৪ এবং ৮৫ এর প্রভাব এবং ব্যাখ্যা যা মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইনের ধারা ৭৮ এবং ৭৯ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – আদেশ- বিহার পুনর্গঠন আইন-এর ধারা ৮৪ এবং ৮৫-এর প্রভাব ছিল ঐক্যবদ্ধ বিহার রাজ্যের দ্বারা প্রণীত আইনসমূহের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা, নতুন গঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যে, যা বিহার রাজ্যের অংশভুক্ত অঞ্চলসমূহকে স্থানান্তর করে গঠিত হয়েছে – বিহার পুনর্গঠন আইন-এর ধারা ৮৪ দ্বারা সৃষ্টি হওয়া আইনগত কল্পনা - উক্ত কল্পনা এইরূপ ধারণা করে না এবং এমনভাবে প্রসারিত করা যায় না যে, বিক্রয় লেনদেনের উদ্দেশ্যে বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে, নতুন রাজ্যটির আলাদা একটি রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সত্তা ছিল না এবং যতক্ষণ না নতুন কোনো আইন প্রণীত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উভয় রাজ্যকে পূর্বের ঐক্যবদ্ধ অবস্থার মতো একটি রাজনৈতিক রাজ্য হিসেবে গণ্য করা হবে – বিক্রয় লেনদেনসমূহ, যা পূর্বে ঐক্যবদ্ধ বিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ লেনদেন ছিল, নতুন দুটি রাজ্য গঠিত হওয়ার পরে তা আন্তঃরাজ্য লেনদেনে পরিণত হবে – মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০০০ – ধারা ৭৮ এবং ৭৯

আইনি কল্পকাহিনী - ধারণামূলক বিধান - উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য – আদেশ- যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই বিধান কার্যকর বলে মনে করা এবং আদালতের উচিত এই কল্পকাহিনীকে বৈধ ক্ষেত্র এবং আইনসভা যে উদ্দেশ্যে কল্পকাহিনীটি গ্রহণ করেছিল তার বাইরে প্রসারিত না করার বিষয়ে সতর্ক থাকা - কল্পকাহিনী তৈরির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অবশ্যই মনে রাখতে হবে

শব্দ ও শব্দসমষ্টি – 'আন্তঃরাজ্য' বাণিজ্য – অর্থ – 'অন্তঃরাজ্য' ও 'আন্তঃরাজ্য' বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য – ঘোষিত হয়েছে যে: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৬ অনুসারে, রাজ্যসমূহ 'আন্তঃরাজ্য বিক্রয়'-এর উপর কর সংক্রান্ত কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে না – 'আন্তঃরাজ্য' বাণিজ্য শব্দটি একটি নির্দিষ্ট আইনগত তাৎপর্য ও অর্থ বহন করে – এটি এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্য হস্তান্তর বা পরিবহণকে বোঝায় – কর আরোপ – বিক্রয় কর – ভারতের সংবিধান, ১৯৫০ – অনুচ্ছেদ ২৮৬ (১৬/০৯/২০১৬ তারিখে সংশোধনের পূর্ববর্তী অবস্থা)

অনুশীলন এবং পদ্ধতি – নতুন আবেদন – সুপ্রিম কোর্টে প্রথমবারের মতো বেসরকারি পক্ষ/করদাতা কর্তৃক উত্থাপিত বিরোধ – হাইকোর্টের সামনে রিট পিটিশনে বা এমনকি সুপ্রিম কোর্টের সামনে আবেদনেও বিরোধ উত্থাপিত হয়নি – সুপ্রিম কোর্ট বিরোধের সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং আইনের অধীনে যথাযথ কার্যক্রমে কর্তৃপক্ষের সামনে আবেদন উত্থাপনের জন্য বেসরকারি পক্ষ/করদাতার জন্য উন্মুক্ত রেখেছে – কর আরোপ – বিক্রয় কর – আন্তঃরাজ্য লেনদেন

আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ দুই রাজ্যের পক্ষ থেকে দাখিল করা হয়েছিল যে নিযুক্তির ফলে, ছত্তিশগড় রাজ্যের অংশ এবং পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অংশ হিসেবে গঠিত অঞ্চলগুলির মধ্যে বাণিজ্য আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের প্রকৃতির হবে, আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের প্রকৃতির হবে না। তারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পূর্বে ঐক্যবদ্ধ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে প্রযোজ্য ছিল যে বিক্রয় কর আইন, তা পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং নতুন গঠিত ছত্তিশগড় রাজ্যে প্রযোজ্য থাকবে, তবে উভয় রাজ্যের ভূখণ্ডগত সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে। অতএব, উভয় রাজ্যের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং নতুন গঠিত ছত্তিশগড় রাজ্যের ভূখণ্ডগত সীমার মধ্যে অবস্থিত ইউনিটসমূহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কর অব্যাহার সুবিধা ভোগ করতে থাকবে, তবে উভয় রাজ্যের মধ্যকার আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়। মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং ছত্তিশগড় রাজ্য কর্তৃক গৃহীত এই অবস্থান যথার্থ এবং মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০০০-এর ধারা ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৫ ও ৮৬-এর প্রেক্ষাপটে মামলাটি বিবেচনা করলে তা গ্রহণযোগ্য।

১.২) মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন-এর ধারা ৭৮ দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে, পুনর্গঠন আইন-এর বিধানাবলি কোনো আইন, যা নিযুক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ ছিল, তার প্রয়োগের ক্ষেত্রভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এমনটি ধরে নেওয়া যাবে না। অন্য কথায়, নিযুক্ত তারিখের পূর্বে যে আইন বলবৎ ছিল, যা বর্তমান ক্ষেত্রে ০১ নভেম্বর, ২০০০, তা পুনর্গঠনের পূর্বে যে অবস্থায় মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ছিল, সেইরূপ উত্তরাধিকারী বা পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে প্রযোজ্য থাকবে। এটি স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশিত, কারণ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের আইনসভা ও নির্বাহী কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহ স্পষ্টতই পুনর্গঠন/বিভাজনের পর তার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে প্রযোজ্য হবে। তবে, ধারা ৭৮-এর দ্বিতীয় অংশ একটি কল্পিত ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে বলা হয়েছে যে, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের আইন, অর্থাৎ বিভাজনের পূর্বে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের আইনসভা ও নির্বাহী কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহের ভৌগোলিক উল্লেখকে, যতক্ষণ না যোগ্য আইনসভা বা অন্য কোনো যোগ্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা ভিন্ন কিছু নির্ধারিত হয়, ততক্ষণ তা মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের নিযুক্ত দিনের পূর্ববর্তী অস্তিত্ব থাকা অঞ্চলের অর্থে বিবেচনা করা হবে। এর ফলাফল এই যে, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের দ্বারা পুনর্গঠনের পূর্বে প্রণীত আইনসমূহ নতুন গঠিত ছত্তিশগড় রাজ্য এবং পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলে প্রযোজ্য থাকবে, তবে উভয় রাজ্যের নিজ নিজ ভূখণ্ডগত সীমার মধ্যেই। ঐক্যবদ্ধ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে বলবৎ আইন বা বিধানসমূহ দুটি রাজ্যে প্রযোজ্য থাকবে, তবে তা একই আইন বা বিধান হিসেবে নয়, বরং দুটি পৃথক রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য দুটি পৃথক আইন বা বিধান হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৩) মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন-এর ধারা ৭৮-এর দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্যে যে কল্পিত ধারণা সংযুক্ত করা হয়েছে, তা এইরূপ ধারণা করে না এবং কোথাও বলে না যে, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের যে অঞ্চলসমূহ পূর্বে অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু বর্তমানে ছত্তিশগড় রাজ্যের অংশ হয়ে গেছে, সেগুলি পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অংশ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে অথবা অন্য রাজ্যের অঙ্গীভূত অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে। ধারা ৭৮-এ এমন কোনো কথাই বলা হয়নি। ধারা ৭৮-এর কল্পিত ধারণা এমন কোনো বিধানকে, প্রকাশ্যে বা অনিবার্য প্রভাবের মাধ্যমে, সম্প্রসারিত বা অন্তর্ভুক্ত করে না। প্রকৃতপক্ষে, এমন ধারণা সামান্যতম মাত্রায়ও কল্পনা করা হয়নি। একটি বিবেচিত বিধান যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই কার্যকর এবং আদালতের সতর্ক থাকা উচিত যে এই কল্পকাহিনীটি বৈধ ক্ষেত্র এবং আইনসভা যে উদ্দেশ্যে কল্পকাহিনীটি গ্রহণ করেছিল তার বাইরে প্রসারিত না হয়।

কল্পিত ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবশ্যই মনে রাখতে হবে। বর্তমান আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, পুনর্গঠন আইন-এর ধারা ৭৮-এ যে কল্পিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সীমিত এবং নির্দিষ্ট। এই বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে যেসব আইন বা বিধান বিদ্যমান ছিল, সেগুলির প্রয়োগ নতুন গঠিত ছত্তিশগড় রাজ্যে নিশ্চিত করা, এবং এর বাইরে বা অতিরিক্ত কিছু নয়।

১.৪) মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন-এর ধারা ৭৯-এ বলা হয়েছে যে, নিযুক্ত তারিখ থেকে দুই বৎসরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে, পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যের উপযুক্ত সরকার পূর্ববর্তী ঐক্যবদ্ধ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে প্রণীত আইনসমূহে প্রয়োজনীয় বা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায়, আদেশ দ্বারা, রহিতকরণ বা সংশোধনের মাধ্যমে অনুকূলন বা পরিবর্তন সাধন করতে পারে। সেই অনুসারে, প্রত্যেকটি আইন উপযুক্ত সরকার কর্তৃক করা অনুকূলন বা পরিবর্তনের ভিত্তিতে কার্যকর থাকবে, যতক্ষণ না যোগ্য আইনসভা বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তা রহিত, পরিবর্তিত বা সংশোধিত না করে। উক্ত ধারার ব্যাখ্যাংশে বলা হয়েছে যে, 'উপযুক্ত সরকার' বলতে বোঝানো হয়েছে— যেসব বিষয়ে আইন ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত, সেইক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার; এবং যেসব আইন কোনো রাজ্যে প্রযোজ্য, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার।

১.৫) মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন-এর ধারা ৮০ পূর্বনির্ধারিত তারিখের পূর্বে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহের ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যার পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে বলা হয়েছে যে, ধারা ৭৯-এর শর্ত অনুযায়ী কোনো বিধান করা না হলেও অথবা অপর্যাপ্ত বিধান করা হলেও, ঐক্যবদ্ধ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের দ্বারা প্রণীত আইনসমূহ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ সেই আইনসমূহ এমনভাবে ব্যাখ্যা করবে, যাতে তা মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় — উভয় উত্তরাধিকারী রাজ্যে প্রয়োগযোগ্য হয়, তবে আইনের মূল বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রেখে। অন্য কথায়, আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ যখন ঐ আইনসমূহ ব্যাখ্যা করবে, তখন তারা আইনের মূলভাব অনুসরণ করবে এবং এই উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা প্রদান করবে যে, তা যেন মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় — উভয় উত্তরাধিকারী রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, এই বাস্তবতা সত্ত্বেও যে, উক্ত রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনসভা বা যোগ্য কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত তারিখের পূর্বে বা নিযুক্ত তারিখ থেকে দুই বৎসরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো আইন প্রণয়ন করেনি।

১.৬) মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন-এর ধারা ৮৫-তে বলা হয়েছে যে, উক্ত আইনটির যে বিধানসমূহ রয়েছে, তা অন্য কোনো আইনে ভিন্ন বা বিরোধপূর্ণ কিছু থাকলেও কার্যকর থাকবে। অতএব, পুনর্গঠন আইন-এর বিধানসমূহকে অন্য যেকোনো আইনের উপরে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। তবে এই প্রাধান্য প্রদানের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সংবিধান অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশের উত্তরাধিকারী রাজ্য এবং ছত্তিশগড় রাজ্যের সৃষ্টির ফলে যে আইনগত ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে, তা বাতিল করে দেওয়া বা অগ্রাহ্য করা হবে; কারণ উক্ত দুটি রাজ্যের পৃথক সরকার থাকবে, যার পৃথক আইনসভা ও নির্বাহী থাকবে। নিযুক্ত তারিখ ০১ নভেম্বর, ২০০০ থেকে মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় রাজ্যের মধ্যকার এবং বিপরীতমুখী যেকোনো বাণিজ্য 'আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য' হিসেবে গণ্য হবে, 'অন্তঃরাজ্য বাণিজ্য' নয়। পুনর্গঠন আইনে যে কল্পিত ধারণা এবং বিধানসমূহ রয়েছে, তাতে কোথাও বলা হয়নি যে, উক্ত বাণিজ্য দুটি রাজ্যের মধ্যে হয়েও অন্তঃরাজ্য বাণিজ্য হিসেবে গণ্য হবে, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য নয়। বাস্তবে, যদি এমন কোনো কল্পিত ধারণা গ্রহণ করা হতো যে এই বাণিজ্য অন্তঃরাজ্য হিসেবেই থাকবে, তাহলে তা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৬-এর পরিপন্থী হতো, যেভাবে অনুচ্ছেদটি ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে সংশোধনের পূর্বে ছিল।

১.৭) সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে (যা ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে সংশোধনের পূর্বে ছিল) রাজ্যগুলি 'আন্তঃরাজ্য বিক্রয়'-এর উপর কর আরোপের বিষয়ে কোনও আইন প্রণয়নের যোগ্য নয়। 'আন্তঃরাজ্য' বাণিজ্য শব্দটির নির্দিষ্ট আইনি অর্থ এবং অর্থ রয়েছে। এটি এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্য স্থানান্তর বা চলাচলকে বোঝায়। বিক্রয়ের স্থানটি অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট স্থানে হওয়া সত্ত্বেও, এই ধরনের লেনদেন আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা বাণিজ্য, আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা বাণিজ্য নয়। সুতরাং, যখন প্রেরক বা প্রেরকের কাছে মালিকানা হস্তান্তর ছাড়াই দুটি রাজ্যের মধ্যে পণ্য পরিবহন হয়, তখন এই ধরনের আন্তঃরাজ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রাসঙ্গিক আইনগুলির সাথে সম্মতি রাখতে হবে। এই অবস্থানটি নতুন ছত্তিশগড় রাজ্য এবং পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং এর বিপরীতে উভয় রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্য পরিবহন আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের প্রকৃতির।

দ্বিখণ্ডনের পর দুটি পৃথক রাজ্য গঠিত হওয়ার বিষয়টি, যা একসময় বিক্রয় কর আরোপের উদ্দেশ্যে একক সত্তা ছিল, কোনওভাবেই দুটি পৃথক রাজ্য তৈরির আইনি ও সাংবিধানিক প্রভাব এবং আন্তঃরাজ্য লেনদেনের আন্তঃরাজ্য চরিত্র সম্পর্কিত ২৮৬ অনুচ্ছেদের আইনি প্রভাবকে ব্যাহত করবে না।

১.৮) মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইনের ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি উক্ত আইনের বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা দেখা দেয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে, জটিলতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় এবং সমীচীন যেকোনো কিছু করতে পারেন। তবে, এই ধরনের আদেশ পুনর্গঠন আইনের বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। প্রভিসোতে বলা হয়েছে যে, নির্ধারিত তারিখ থেকে তিন বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কোনও আদেশ দেওয়া হবে না।

২.১) বিহার পুনর্গঠন আইন, ২০০০-এর ধারা ৮৪ এবং ৮৫ (যা মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০০০-এর ধারা ৭৮ ও ৭৯-এর সদৃশ) এর প্রভাব ছিল এই যে, ঐক্যবদ্ধ বিহার রাজ্যের দ্বারা প্রণীত আইনসমূহ নতুন গঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যে প্রযোজ্য থাকবে, যেটি বিহার রাজ্যের অংশ ছিল এমন অঞ্চলসমূহ স্থানান্তরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারা দুটি একটি কল্পিত বিধান সংযোজন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল এই নিশ্চয়তা প্রদান করা যে, নতুন গঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যে পূর্ববর্তী আইনসমূহ কার্যকর থাকবে; না হলে এমন এক বিশৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হতো, যেখানে নতুন রাজ্যে কোনো আইন কার্যকর থাকত না। এই হলো বিহার পুনর্গঠন আইন, ২০০০-এর ধারা ৮৪ দ্বারা সৃষ্ট আইনগত কল্পনার প্রকৃত প্রভাব, অর্থাৎ, রাজ্যের পুনর্গঠন হলেও বিদ্যমান আইনসমূহ পুনর্গঠনের পূর্বে ও পরেও উক্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল অঞ্চলে প্রযোজ্য থাকবে। উক্ত কল্পিত ধারণা এই মর্মে কিছুই বলে না এবং এমনভাবে সম্প্রসারিত করা যায় না যে, বিক্রয় লেনদেন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে, নতুন রাজ্যটি একটি পৃথক রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অস্তিত্ব হিসেবে বিদ্যমান ছিল না এবং যতক্ষণ না কোনো নতুন আইন প্রণীত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উভয় রাজ্যকে একক রাজনৈতিক রাজ্য হিসেবে গণ্য করা হবে, যেমনটি ছিল পুনর্গঠনের পূর্বে। যেসব বিক্রয় লেনদেন পূর্বে ঐক্যবদ্ধ বিহার রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় অন্তঃরাজ্য বিক্রয় ছিল, সেই লেনদেনসমূহ দুটি নতুন রাজ্যের অস্তিত্ব সৃষ্টির পর আন্তঃরাজ্য লেনদেনে পরিণত হবে। এই বিধানসমূহে কোথাও বলা হয়নি যে, নতুন রাজ্য সৃষ্টির পরও উক্ত লেনদেনসমূহ অন্তঃরাজ্য লেনদেন হিসেবেই গণ্য হবে।

২.২) একটি নতুন রাজ্যের সৃষ্টি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল এবং এটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে, কিন্তু এটি দুটি উত্তরসূরী রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য বিক্রয়কে আন্তঃরাজ্য বিক্রয় হিসাবে বিবেচনা করার ভিত্তি এবং কারণ হতে পারে না। এটি সংবিধান এবং এমনকি সংবিধানের পরিপন্থী হবে, অর্থাৎ পুনর্গঠন আইন। যখনই একটি নতুন রাজ্য তৈরি করা হয়, তখন অসুবিধা হবে এবং সমস্যা দেখা দেবে, তবে এগুলি সাংবিধানিক বিধান এবং আইনের পরিপ্রেক্ষিতে মোকাবেলা করতে হবে, সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদের আদেশকে অস্বীকার করে নয়। নতুন রাজনৈতিক রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ আইনি প্রভাব দিতে হবে। স্বর্ণরেখা কোকস এবং কোলস প্রাইভেট লিমিটেড মামলায় ২৯ এবং ৩০ অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ বিপরীত পর্যবেক্ষণ এবং অনুপাত উপরে বর্ণিত এবং ব্যাখ্যা করা আইনি অবস্থানের আলোকে বাতিল করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক কর কমিশনার, রাঁচি এবং অন্য একজন বনাম সোয়ার্ম রেখা কোকস এবং কোলস প্রাইভেট লিমিটেড (২০০৪) ৬ এসসিসি ৬৮৯: [২০০৪] ২ সম্পূরক এসসিআর ৬৩৩ - বাতিল হয়েছে ।

এম.পি.ভি. সুন্দরারামিয়ার এবং কোং বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন এআইআর ১৯৫৮ এসসি ৪৬৮: [১৯৫৮] এসসিআর ১৪২২ - নির্ভরশীল হয়েছে ।

রঞ্জন সিনহা এবং অন্য একজন বনাম অজয় কুমার বিশ্বকর্মা এবং অন্যান্যরা (২০১৭) ১৪ এস সি সি ৭৭৪: [২০১৭] ৭ এস সি আর ১৯৪ এবং বি. এস. গোরায়া বনাম চণ্ডীগড়ের ইউ টি (২০০৭) ৬ এস সি সি ৩৯৭: [২০০৭] ৮ এস সি আর ৪৫৮ – নির্ভরযোগ্য হয়েছে।

শ্রীমান পেরা মোহাম্মদ বি এস মাহামুদ সাহেব বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য ১৯৬০ (১১) এস টি সি ৪৫৬ –নিশ্চিত করা হয়েছে ।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[২০০৪] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৩৩	বাতিল করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫
১৯৬০ (১১) এসটিসি ৪৫৬	নিশ্চিত করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩
[২০০৭] ৮ এসসিআর ৪৫৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০০৭] ৮ এসসিআর ৪৫৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
[১৯৫৮] এসসিআর ১৪২২	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৫৩০২।

১৬/০৭/২০১২ তারিখে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান আসন জবলপুরে রিট পিটিশন নম্বর ৫৩০৮ অব ২০০৪(ণ)-এর উপর দেওয়া রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত ।

সাথে

২০০৫ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৪৬১, ৪৬০, ৭০৭৩, ২০০৭ সালের ২৩৪৩, ২০১৯ সালের ৫৩০৩, ৫৩০৪, ৫৩০৫, ৫৩০৬, ৫৩০৮ এবং ৫৩০৭ ।

দলগুলোর জন্য আইনজীবীরা বিবেক কে. টাঙ্কা, এস. গণেশ, প্রবীণ আইনজীবী., হর্ষ পরাশর, আমান পান্ডে, ভারত সাঙ্গল, সুশ্রী অনিন্দিতা ডেকা, শ্রীমতি ববিতা কুশওয়াহা, নবনীত কুমার (এম/এস কর্পোরেট ল দলের জন্য), রোহিত ঘোষ, সুশ্রী বিনা গুপ্তা, ক্ষিতিজ বৈভব, অক্ষত শ্রীবাস্তব, সুশ্রী পূজা শ্রীবাস্তব, সুশ্রী মনজিৎ কিরপাল, সানি চৌধুরী, রাহুল কৌশিক, নিশান্ত পাতিল, সুশ্রী স্বরূপমা চতুর্বেদী, বি.এস. বান্থিয়া ।

আদালতের রায়টি প্রদান করেছেন

সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি।

১) সকল বিশেষ অনুমতি আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

২) এই রায়ের ফলে মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০০০ ("পুনর্গঠন আইন", সংক্ষেপে) দ্বারা মধ্যপ্রদেশ রাজ্যকে উত্তরসূরী মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় রাজ্যে বিভক্ত করার আইনি প্রভাব সম্পর্কিত পূর্বোক্ত আপিলগুলি নিষ্পত্তি হবে। মধ্যপ্রদেশ বাণিজ্যিক কর আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে প্রদত্ত বিক্রয়কর স্থগিতকরণের ক্ষেত্রে অব্যাহতি বা সুবিধার উপর (প্রযোজ্য নিয়ম সহ)। উত্তরে বলা হয়েছে যে, পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের শিল্প ইউনিট এবং নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যের অধীনে শিল্প ইউনিট উভয় রাজ্যে বিভক্তির পরেও এই ধরনের অব্যাহতি বা স্থগিতকরণের সুবিধা ভোগ করবে কিনা, শিল্প ইউনিটের অবস্থান নির্বিশেষে, দুটি রাজ্যের যেকোনো একটিতে।

৩) ২০০৫ সালের ৪৬০, ৪৬১, ৭০৭৩ এবং ২০০৭ সালের ২৩৪৩ নম্বর দেওয়ানি আপিল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের জবলপুর বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চের রায় থেকে উদ্ভূত, যেখানে বিজ্ঞ একক বিচারকের সিমেন্ট প্রস্তুতকারক/ডিলারের রিট পিটিশন খারিজ করে দেওয়ার রায় বহাল রাখা হয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে পুনর্গঠন আইন কার্যকর করার পর, ভারতের সংবিধান অনুসারে দুটি পৃথক রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং ছত্তিশগড় রাজ্য অস্তিত্বে এসেছিল এবং তাই, বিক্রয়কর অব্যাহতি বা স্থগিতের সুবিধা সেই রাজ্যের সীমানা/সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে যেখানে ইউনিটটি অবস্থিত ছিল এবং রাজ্যের সীমানার বাইরে কাজ করবে না।

এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে দুই রাজ্যের মধ্যে পণ্যের যে কোনও বাণিজ্য ও চলাচল এখন থেকে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য হবে এবং আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য নয় এবং পুনর্গঠন আইনের বিধানগুলি এই আইনি অবস্থানকে সরিয়ে ফেলেনি এবং গ্রহন করেনি তবে ছত্তিশগড় রাজ্যের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হিসাবে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে কার্যকর আইনগুলিকে বিবেচনা করার জন্য সীমিত প্রভাব ফেলেছিল।

৪) ২০১৩ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানী) নং ১০৫২০, ২০১৪ সালের ১৩৩৪, ১০১৬৫, ২৩২৯৭, ২০১৬ সালের ৬৭২৯ এবং ১৬৫৫০ থেকে উদ্ভূত অন্যান্য আপিলগুলি মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং ছত্তিশগড় রাজ্য দ্বারা মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে দায়ের করা হয়েছে, যা বাণিজ্যিক কর কমিশনার , রাঁচি এবং আরেকজন বনাম স্বর্ণরেখা কোকস এবং কোলস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যদের মামলায় এই আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে এবং বলেছে যে দুটি রাজ্য তৈরি হওয়া সত্ত্বেও, দ্বিখণ্ডনের আগে জারি করা কর বিজ্ঞপ্তির ছাড় বা স্থগিতকরণ নতুন রাজ্যে প্রযোজ্য থাকবে এবং বিক্রয় করের উদ্দেশ্যে, পুনর্গঠন আইনের ধারা ৭৮ এবং ৭৯ অনুসারে আইনি কল্পনার কারণে দুটি রাজ্যকে এক বলে গণ্য করা হয়েছিল।

৫) পর্যায়ক্রমে, এটি উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে যে এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ (অশোক ভান এবং ভি. এস. সিরপুরকর, বিচারপতি) ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে স্বর্ণ রেখার মামলায় (উপরে উল্লেখিত) আইনের কিছু তথ্য এবং বিধানগুলি নজরে আনা হয়নি এবং তাই তারা আপিলগুলি বিবেচনার জন্য বৃহত্তর বেঞ্চে প্রেরণ করা উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন।

৬) প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধগুলি মোকাবেলা করার আগে, অবিসংবাদিত অবস্থানটি লক্ষ্য করা এবং নথিভুক্ত করা উপযুক্ত হবে। মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ১৯৫৮ সালের মধ্যপ্রদেশ সাধারণ বিক্রয় কর আইনের ধারা ১২ এবং ১৯৫৬ সালের কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইনের ধারা ৮(৫) (সুবিধার জন্য আমরা বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ এবং রাজ্যে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির দুটি বিষয় উল্লেখ করব) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকার বেশি স্থায়ী সম্পদের শিল্প ইউনিটগুলিকে বিক্রয় কর অব্যাহতি প্রদানের জন্য একটি নীতি প্রণয়ন করেছিল।

১) (২০০৪) ৬ এস সি সি ৬৮৯

কর অব্যাহতির পরিমাণ স্থির সম্পদে মূলধনী বিনিয়োগের সমপরিমাণ হওয়ার কথা এবং সময়সীমা বা মেয়াদ ছিল বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়ার তারিখ হইতে ১১ বছর অথবা অব্যাহতি প্রাপ্ত করের পরিমাণ স্থির সম্পদে মূলধনী বিনিয়োগের মূল্যের সমপরিমাণে পৌঁছানোর তারিখ পর্যন্ত, যেটি আগে ঘটে। এটি একটি অস্বীকৃত বা বিতর্কহীন বিষয় যে, বর্তমান আপিলগুলির বেসরকারি পক্ষসমূহ/করদাতা যাহারা এই সুবিধা/অব্যাহতির যোগ্য, তাহারা অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের শিল্প দপ্তর হইতে কর অব্যাহতির যোগ্যতার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৭) পুনর্গঠন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত বেসরকারী পক্ষ/করদাতার শিল্প ইউনিটগুলি অবশ্যই পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বা নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যের একটি অংশ গঠনকারী এলাকা/সীমানার মধ্যে পড়বে। উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, আমাদের সামনে সুনির্দিষ্ট সমস্যাটি হল এই শিল্প ইউনিটগুলি, যেগুলিকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল এবং পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বা নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যে অবস্থিত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পরে, তারা নতুন ছত্তিশগড় রাজ্য বা পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত রাজ্য থেকে আন্তঃরাজ্য লেনদেন (গুলি) পরিচালনা করার সময় অন্য রাজ্যে কর ছাড়/বিলম্বের সুবিধা উপভোগ করবে কিনা।

৮) আমরা নিজ নিজ বিবাদে মনোনিবেশ করার আগে এবং আমাদের কারণগুলি বিস্তারিত করার আগে, পুনর্গঠন আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি পুনরুত্পাদন করা উপযুক্ত হবে, যেমন ধারা ২ (ঙ), (চ), (ট), ধারা ৩,৪ এবং ৫ এবং ধারা ৭৮,৭৯,৮০,৮৫ এবং ৮৬ (১) যা নিম্নরূপঃ

"পুনর্গঠন আইনের প্রথম অংশের ধারা ২ (ঙ), (চ), (ঝ) এবং (ট)

খণ্ড।

প্রাথমিক

২) সংজ্ঞা - এই আইনে, যদি না প্রেক্ষাপটের অন্যথা প্রয়োজন হয়,

(ঙ) "বিদ্যমান মধ্যপ্রদেশ রাজ্য" বলতে নির্ধারিত দিনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান মধ্যপ্রদেশ রাজ্যকে বোঝায়;

(চ) “আইন” বলতে নির্ধারিত দিনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান যে কোনও আইন, অধ্যাদেশ, নিয়ন্ত্রণ, আদেশ, উপ-আইন, নিয়ম, পরিকল্পনা, বিজ্ঞপ্তি বা অন্যান্য দলিল অন্তর্ভুক্ত করে যার সমগ্র বা বিদ্যমান মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের যে কোনও অংশে আইনের বল রয়েছে;

(ঞ) "উত্তরাধিকারী রাজ্য", বিদ্যমান মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত, মধ্যপ্রদেশ বা ছত্তিশগড় রাজ্যকে বোঝায়;

(ট) "হস্তান্তরিত অঞ্চল" বলতে সেই অঞ্চলকে বোঝায় যা নির্ধারিত দিনে বিদ্যমান মধ্যপ্রদেশ রাজ্য থেকে ছত্তিশগড় রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়;

নিবন্ধন আইনের ধারা ৩,৪ এবং ৫

খণ্ড ॥

মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের পুনর্গঠন

৩) ছত্তীসগড় রাজ্য গঠন — যেই দিনটিকে নির্ধারিত দিন বলা হয়েছে, সেই দিন থেকে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের কিছু নির্দিষ্ট জেলা নিয়ে একটা নতুন রাজ্য তৈরি হয়েছে, যার নাম ছত্তীসগড়। এই জেলাগুলো হল:

বস্তার, বিলাসপুর, দন্তেওয়াড়া, ধামতরী, দুর্গ, জাঁজগির-চাম্পা, জশপুর, কান্‌কার, কাওয়ারধা, কোরবা, কোরিয়া, মহাসমুন্দ, রায়গড়, রায়পুর, রাজনন্দগাঁও এবং সুরগুজা। এই সব এলাকা আর মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অংশ থাকল না।

৪)মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ও তার এলাকা — ওই নির্দিষ্ট দিন থেকে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হবে আগের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের সেইসব অংশ নিয়ে, যেগুলো ছত্তীসগড়ে যায়নি।

৫)সংবিধানের প্রথম তফসিলের সংশোধন— নির্ধারিত দিনে এবং সেই তারিখ থেকে, সংবিধানের প্রথম তফসিলে, “আমি রাজ্যগুলি” শিরোনামে, —

(ক) মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অঞ্চল সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে, “রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ (অঞ্চল হস্তান্তর) আইন, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সালের ৪৭)” শব্দ, বন্ধনী এবং সংখ্যার পরে, নিম্নলিখিতগুলি যুক্ত করা হবে, যথা: —

"কিন্তু মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০০০ এর ধারা ৩ এ উল্লেখিত অঞ্চলগুলি বাদ দিয়ে।",

(খ) ২৫ নম্বর এন্ট্রির পরে, নিম্নলিখিত এন্ট্রিটি সন্নিবেশিত করা হবে, যথা: —

"২৬) ছত্তিশগড়: মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০০০ এর ধারা ৩ এ উল্লেখিত অঞ্চলগুলি।"

নিবন্ধন আইনের ধারা ৭৮,৭৯,৮০,৮৫ এবং ৮৬

খণ্ড X

আইনি এবং বিবিধ বিধান

৭৮) আইনগুলির প্রযোজ্যতার ভৌগোলিক সীমা — এই আইনের দ্বিতীয় অংশের কোনও ধারা দ্বারা এটি ধরা যাবে না যে, নির্ধারিত দিনের আগে যে সব আইনের বলবৎ ছিল, সেই আইনগুলির প্রযোজ্য এলাকায় কোনও পরিবর্তন ঘটেছে। এবং সেইসব আইনে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের প্রতি যে ভৌগোলিক উল্লেখ আছে, তা যতক্ষণ না কোনও উপযুক্ত আইনসভা বা অন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অন্যভাবে নির্ধারিত হয়, ততক্ষণ তা বোঝাবে নির্ধারিত দিনের আগের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের সীমার মধ্যে থাকা অঞ্চলসমূহকে।

৭৯) আইন উপযোগী করে তোলার ক্ষমতা — নির্ধারিত দিনের আগে প্রণীত যেকোনও আইনকে মধ্যপ্রদেশ বা ছত্তীসগড় রাজ্যের জন্য কার্যকরী করার সুবিধার্থে, উপযুক্ত সরকার নির্ধারিত দিনের দুই বছরের মধ্যে কোনও নির্দেশ জারি করে সেই আইনটিকে প্রয়োজন অনুসারে বা উপযুক্ত মনে হলে বাতিল বা সংশোধনের মাধ্যমে অভিযোজন বা পরিবর্তন করতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী, প্রতিটি আইন অভিযোজন বা পরিবর্তনের পর যতক্ষণ না কোনও উপযুক্ত আইনসভা বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তা পরিবর্তন, বাতিল বা সংশোধন করে, ততক্ষণ তা কার্যকর থাকবে।

ব্যাখ্যা — এই ধারায় "উপযুক্ত সরকার" বলতে বোঝানো হয়েছে: যেসব আইন সংবিধানের ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার; এবং যেকোনও আইন যদি কোনও রাজ্যে প্রযোজ্য হয়, সেক্ষেত্রে সেই রাজ্যের সরকার।

৮০) আইন ব্যাখ্যার ক্ষমতা — যদিও ধারা ৭৯-এর অধীনে কোনও আইনকে অভিযোজিত করার জন্য কোনও বিধান করা না হয়ে থাকে বা অপর্যাপ্ত বিধান করা হয়ে থাকে, তবুও কোনও আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ, যাদের উক্ত আইন বলবৎ করার দায়িত্ব বা ক্ষমতা রয়েছে, তারা মধ্যপ্রদেশ বা ছত্তীসগড় রাজ্যের প্রেক্ষিতে উক্ত আইনটি কার্যকর করার সুবিধার্থে, প্রয়োজনে বা উপযুক্ত মনে হলে আইনের মূল বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রেখে, সেই আইনকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে যা বিচারাধীন বিষয়ে আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত।

৮৫) এই আইনের বিধানাবলির প্রভাব, যদি তা অন্য কোনও আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় — এই আইনের কোনও বিধানের সঙ্গে যদি অন্য কোনও আইনে উল্লিখিত বিষয়বস্তু অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলেও এই আইনের বিধানই কার্যকর হবে, এবং অন্য কোনও আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান সেই ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না।

৮৬) অসুবিধা দূর করার ক্ষমতা — (১) যদি এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করতে গিয়ে কোনও অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তবে রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, এই আইনের বিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনও পদক্ষেপ নিতে পারেন, যা তাঁর দৃষ্টিতে উক্ত অসুবিধা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত।

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত দিনের (অর্থাৎ নিযুক্ত তারিখের) পর তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আর এ ধরনের কোনও আদেশ জারি করা যাবে না।

৯) পুনর্গঠন আইন, যা নির্ধারিত দিন থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং এস ও ৮২৭(ঙ) এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিল, যা ভারতের গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল, অসাধারণ অংশ ।। ধারা ৩(ii) এবং ১লা নভেম্বর, ২০০০ তারিখ নির্ধারিত তারিখ হিসাবে। তদনুসারে, ১লা নভেম্বর, ২০০০ তারিখে পূর্ববর্তী মধ্যপ্রদেশ রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়ে পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যে বিভক্ত হয়। দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে পরিবর্তন আসে। পুনর্গঠন আইনের ধারা ২ এর ধারা (ঞ) অনুসারে পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যকে "উত্তরসূরী রাজ্য" হিসাবে বর্ণনা করা হয়। হস্তান্তরিত অঞ্চলগুলি, যা ছত্তিশগড় রাজ্যের অংশ হওয়ার কথা ছিল, পুনর্গঠন আইনের ধারা ৩-এ সীমানা নির্ধারণ এবং নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ধারা ৪ অনুসারে, পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যটি ধারা ৩-এ উল্লেখিত অঞ্চলগুলি ব্যতীত বিদ্যমান অঞ্চলগুলি অর্থাৎ, যে অঞ্চলগুলি এখন ছত্তিশগড় রাজ্যের অংশ হবে, সেগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছিল। পুনর্গঠন আইনের ধারা ২-এর ধারা (চ) তে সংজ্ঞায়িত "আইন" শব্দটির মধ্যে পূর্ববর্তী বা একীভূত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের সমগ্র বা যেকোনো অংশে নির্ধারিত দিনের অব্যবহিত পূর্বে কার্যকর যেকোনো আইন, অধ্যাদেশ, নিয়ন্ত্রণ, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংজ্ঞা অনুসারে আইনটিতে অর্পিত আইন এবং বিক্রয় কর আইনের অধীনে জারি করা অব্যাহতি বিজ্ঞপ্তি এবং বিক্রয় কর আইনের অধীনে জারি করা কর থেকে অব্যাহতির যোগ্যতার শংসাপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে ।

১০) পুনর্গঠন আইনের ৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, নির্ধারিত দিনে এবং সেই তারিখ থেকে, সংবিধানের প্রথম তফসিলে "রাজ্য" শিরোনামে ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদের পরে, ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদে ছত্তিশগড় রাজ্যের নাম উল্লেখ করে সন্নিবেশ করা হবে, যা পুনর্গঠন আইনের ৩ নম্বর ধারায় উল্লেখিত অঞ্চলগুলি নিয়ে গঠিত হবে। একইভাবে, মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে এবং এর ক্ষেত্রে, পুনর্গঠন আইনের ৩ নম্বর ধারায় উল্লেখিত অঞ্চলগুলি বাদ দিয়ে রাজ্যের অংশ গঠনকারী অঞ্চলগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হবে।

১১) বিহার পুনর্গঠন আইন, ২০০০ এর ৮৪ এবং ৮৫ ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুনর্গঠন আইনের ৭৮ এবং ৭৯ ধারা ব্যাখ্যা করার আগে, আমরা স্বর্ণরেখা (উপরে উল্লেখিত) এর ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৩০ অনুচ্ছেদ পুনরুত্পাদন করতে চাই, যা নিম্নরূপ:

"২৬) প্রশ্ন উঠছে, আইনটির ধারা ৮৪ এবং ৮৫-এর প্রকৃত অর্থ ও প্রভাব কী?

২৭)আমরা ইতিপূর্বে এই আইনটির ধারা ৮৪ ও ৮৫ তুলে ধরেছি। আগেই যেমন বলা হয়েছে, আইনটির দ্বিতীয় অংশের আওতায় থাকা ধারা ৩ থেকে ৬-এর মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড এবং বিহার নামে দুটি নতুন রাজ্য গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। ধারা ৩-তে উল্লিখিত অঞ্চলসমূহ নতুন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আর বাকি অঞ্চলসমূহ বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ধারা ৮৪-তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এই আইনটির দ্বিতীয় অংশের কোনও কিছুই এমনভাবে গণ্য করা যাবে না যাতে যে অঞ্চলসমূহে পূর্বে কার্যরত কোন আইন প্রযোজ্য ছিল বা বলবৎ ছিল, সেসব অঞ্চলের সীমা বা চিহ্নিতকরণে কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। এবং সেইসব আইনে বিহার রাজ্য বলে যা বলা আছে, তা যতদিন না উপযুক্ত আইনসভা বা ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ ভিন্ন কিছু নির্ধারণ করে, ততদিন পর্যন্ত সেই “বিহার রাজ্য” বলতে বোঝানো হবে পূর্বতন, অখণ্ড বিহার রাজ্যকে। ধারা ৮৫ বলছে, বিহার বা ঝাড়খণ্ড রাজ্যে, নির্ধারিত দিনের পূর্বে প্রণীত কোন আইন কার্যকর করতে গিয়ে যদি কোন অসুবিধা হয়, তাহলে উপযুক্ত সরকার (কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার) দুই বছরের মধ্যে প্রয়োজনে সেই আইনের বাতিল বা সংশোধনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারে। এবং এই পরিবর্তনের পর, সেই আইনটি ততদিন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে যতদিন না তা উপযুক্ত আইনসভা বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবার বাতিল বা পরিবর্তিত হয়। এই দুই ধারার ভাষা একদম স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, পূর্বতন অখণ্ড বিহার রাজ্যে প্রযোজ্য আইনসমূহ নতুন রাজ্য বিভাজনের পরেও ঝাড়খণ্ড এবং বিহার রাজ্যে একইভাবে কার্যকর থাকবে। অর্থাৎ, বিহার রাজ্য ভাগ হয়ে যাওয়ার পরেও সেইসব আইন কার্যকর থাকবে, এবং আইনের এই ধারাগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, যাতে নতুন রাজ্যে আইনশূন্যতা বা প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা না ঘটে।

এগুলি ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতক্ষণ না পরিবর্তন, বাতিল বা সংশোধিত হয়। আইনের ধারা ২(চ) এ "আইন" এর বিস্তৃত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে এটি বিতর্কিত নয় এবং প্রকৃতপক্ষে এটি বিতর্কিতও হতে পারে না যে, ১৯৮১ সালের বিহার অর্থ আইনের ধারা ৭(৩)(খ) এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তিটি আইনের ধারা ৮৪ এবং ৮৫ এর অর্থ অনুসারে আইন। সুতরাং, ২২/১২/১৯৯৫ তারিখে বিহার গেজেটে প্রকাশিত এস ও নং ৪৭৮ সম্বলিত বিজ্ঞপ্তিটি ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে যতক্ষণ না এটি পরিবর্তিত, বাতিল বা সংশোধিত হয়। ধারা ৮৪ অনুসারে, বিহার রাজ্যের ক্ষেত্রে এই ধরণের যেকোনো আইনে (যার মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত) আঞ্চলিক উল্লেখগুলি নির্ধারিত দিনের পূর্বে বিদ্যমান বিহার রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলগুলিকে বোঝানো হবে, যতক্ষণ না কোনও উপযুক্ত আইনসভা বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অন্যথায় ব্যবস্থা করে। এই উভয় বিধানের একত্রে পাঠ করলে স্পষ্টভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নির্ধারিত দিনের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ যেকোনো আইনে আঞ্চলিক উল্লেখগুলি নির্ধারিত দিনের পূর্বে বিদ্যমান বিহার রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলগুলিকে বোঝাতে হবে। বিহার বা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ সহজতর করার জন্য, সংশ্লিষ্ট সরকার, সেই দিন থেকে দুই বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, আদেশের মাধ্যমে, আইনের এমন অভিযোজন এবং পরিবর্তন করতে পারে যা এটি প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলে মনে করে বাতিল বা সংশোধনের মাধ্যমে। যতক্ষণ না এই আইন বাতিল বা আইন অনুসারে সংশোধিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি কার্যকর থাকবে। সংশোধন বা পরিবর্তনের পর, অভিযোজন এবং পরিবর্তনের সাপেক্ষে এগুলি কার্যকর থাকবে। অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্তে কোনও অসুবিধা পাচ্ছি না যে বিহার সরকারের ১৯৮১ সালের বিহার অর্থ আইনের ধারা ৭(৩)(খ) এর অধীনে জারি করা এবং ২২/১২/১৯৯৫ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি এসও নং ৪৭৮ আইন। আইনের ধারা ২(চ) দ্বারা সংজ্ঞায়িত এই বিজ্ঞপ্তিটি ক্ষেত্রটি ধারণ করে এবং সমস্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিহার এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করলে আইনের এই ধরনের অভিযোজন এবং পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তারা নির্ধারিত দিন থেকে দুই বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আদেশ জারি করে এটি করতে পারে। আইনের অভিযোজন এবং সংশোধনের পর, আইনটি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তিত বা অভিযোজিত হিসাবে কার্যকর থাকবে যতক্ষণ না কোনও উপযুক্ত আইনসভা বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই আইনকে আরও পরিবর্তন, বাতিল বা সংশোধন করে।

২৮) এই আদালতে আইনের ৮৪ ধারার মতো কোনও বিধান ব্যাখ্যার জন্য প্রথমবারের মতো উঠে আসেনি। ১৯৬৬ সালের পাঞ্জাব পুনর্গঠন আইনের ৮৮ ধারাটিও আইনের ৮৪ ধারার মতোই ব্যবহৃত হয়। এই বিধানটি আমাদের নজরে আনা কমপক্ষে তিনটি সিদ্ধান্তে এই আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য এসেছে, যথা, পাঞ্জাব রাজ্য বনাম বলবীর সিং, শের সিং বনাম আর্থিক পরিকল্পনা কমিশনার এবং ধয়ানন্দ বনাম ভারত ইউনিয়ন। এই মামলাগুলির মধ্যে প্রথমটিতে, অর্থাৎ পাঞ্জাব রাজ্য বনাম বলবীর সিং মামলায়, এই আদালত একটি প্রশাসনিক আদেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল, এমন কোনও আইন নিয়ে নয় যা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। পাঞ্জাব পুনর্গঠন আইনের ৮৮ ধারাটিও লক্ষ্য করা গেছে এবং সেই আইনের ২(চ) ধারার অধীনে আইনের সংজ্ঞাও লক্ষ্য করা গেছে। সেই আইনের ২(ছ) ধারা আইনকে ততটা বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করেনি যতটা আইনের ২(চ) ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই আদালত হাইকোর্টের সাথে একমত পোষণ করে যে, প্রশ্নবিদ্ধ প্রশাসনিক আদেশগুলি সেই আইনের ধারা ২(ছ) এর অর্থ অনুসারে আইন ছিল না এবং তাই, ধারা ৮৮ দ্বারা সংরক্ষিত হয়নি। যাইহোক, এই আদালত বলেছে যে যখন সার্বভৌমত্বের কোনও পরিবর্তন হয় না এবং এটি কেবল একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের পুনর্গঠনের মাধ্যমে অঞ্চলগুলির সমন্বয়, তখন পূর্ববর্তী রাজ্যের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রশাসনিক আদেশগুলি বলবৎ এবং উত্তরাধিকারী রাজ্যগুলির জন্য কার্যকর এবং বাধ্যতামূলক থাকবে যতক্ষণ না উত্তরাধিকারী রাজ্যগুলির সরকারগুলি সেগুলি সংশোধন, পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করে। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সম্ভব নয় কারণ এটি কেবল নতুন রাজ্যগুলির প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা আনবে। তাদের আইনজীবীরা এই অবস্থানের সমর্থনে কোনও নীতি খুঁজে পায়নি যে পূর্ববর্তী রাজ্যের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রশাসনিক আদেশগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায় এবং নতুন উত্তরাধিকারী রাজ্যগুলির অস্তিত্বের সাথে অকার্যকর হয়ে যায়। তাদের আইনজীবী একটি মামলাকে আরও আলাদা করেছেন যেখানে সার্বভৌমত্বের কোনও পরিবর্তন হয়নি এবং কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের পুনর্গঠনের মাধ্যমে অঞ্চলগুলির সমন্বয় ছিল, যোগদান, বিজয়, একীভূতকরণ বা একীকরণের মাধ্যমে একটি রাজ্যের অন্য রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির মামলা থেকে। এই আদালত পূর্বে উল্লিখিত অন্য দুটি রায়েও একই মতামত গ্রহণ করেছে। আমাদের মতামত যে বলবীর সিং মামলায় স্থাপিত নীতিগুলি এই মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য, একই আইনী বিধানের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে যখন প্রশ্নবিদ্ধ বিজ্ঞপ্তিটি সংজ্ঞা অনুসারে আইন এবং কেবল প্রশাসনিক আদেশ নয়।

২৯) পরবর্তী প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় যে, ঝাড়খণ্ড রাজ্য কি উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি পরিবর্তন বা সংশোধন করেছে। আমাদের সামনে যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছিল যে ঝাড়খন্ড রাজ্য ২৫-৮-২০০১ তারিখে নিজস্ব শিল্প নীতি ঘোষণা করেছে এবং তাই, ১৯৯৫ সালের শিল্প নীতি এবং আইনের ধারা ৭(৩)(খ) এর অধীনে জারি করা ২২/১২/১৯৯৫ তারিখের এস ও নং ৪৭৮ সম্বলিত বিজ্ঞপ্তির ঝাড়খণ্ড রাজ্যে কোনও আইনি বল থাকবে না। স্বর্ণরেখা মামলায় হাইকোর্ট বিষয়টির এই দিকটি বিবেচনা করেছে এবং আমরা হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণ একমত। ২০০১ সালের শিল্প নীতিতে এমন কিছু নেই যা ২২/১২/১৯৯৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিবর্তন, সংশোধন বা বাতিল করে। এটি ১৫/১১/২০০০ সালের পরে স্থাপিত নতুন শিল্প ইউনিটগুলির সাথে সম্পর্কিত এবং তাই, উক্ত নীতিতে যে কোনও সুবিধা বা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে তা ১৫/১১/২০০০ সালের পরে স্থাপিত নতুন শিল্প ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ক্ষেত্রে, আমরা ১৫/১১/২০০০ সালের আগে স্থাপিত শিল্প ইউনিটগুলির বিষয়ে উদ্বিগ্ন এবং যেগুলি ১৯৯৫ সালের বিহার রাজ্যের শিল্প নীতির অধীনে অব্যাহতি শংসাপত্র প্রদানের জন্য যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অধিকন্তু, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের শিল্প নীতি সেই তারিখের আগে বিদ্যমান ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এই পরিস্থিতিতে ঝাড়খণ্ড সরকারের শিল্প নীতি, ২০০১ বা ঝাড়খণ্ড সরকার কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি বা আদেশে কোনও কিছুর অনুপস্থিতিতে, ২২/১২/১৯৯৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং এস ও নং ৪৭৮ ঝাড়খণ্ড রাজ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে এবং আপিলকারী বা সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের, ক্ষেত্রমত, উক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পরিকল্পিত সুবিধা এবং প্রণোদনা পাওয়ার অধিকারী হতে হবে।

২০০৩ সালের ৩৭৬৫ নং দেওয়ানী আপিল মামলায় রাঁচির ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের পক্ষে আবেদনটি গ্রহণযোগ্য হয়েছে যে, পূর্বতন বিহার রাজ্য কর্তৃক জারি করা 'আইনগত বিজ্ঞপ্তি' কেবলমাত্র আন্তঃরাজ্য বিক্রয় লেনদেনের কথা বলেছিল, আন্তঃরাজ্য বিক্রয় লেনদেনের কথা নয়। দুটি রাজ্যের অস্তিত্বের সাথে সাথে, যেসব লেনদেনকে এখন আন্তঃরাজ্য বিক্রয় লেনদেন হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, সেসব লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রয় কর প্রদান থেকে অব্যাহতির মাধ্যমে প্রণোদনা দাবি করা যাবে না। এই আবেদনটি আইনের ৮৪ এবং ৮৫ ধারার বিধানগুলিকে উপেক্ষা করে, যা একটি আইনি কল্পকাহিনী তৈরি করে। এটি সুস্পষ্ট যে একটি আইনি কল্পকাহিনী তৈরির বিধান ব্যাখ্যা করার সময়, আদালতকে অবশ্যই কল্পকাহিনীটি কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা করার পরে, সেই সমস্ত তথ্য এবং পরিণতি ধরে নিতে হবে যা কল্পকাহিনীর প্রভাবের সাথে আনুষঙ্গিক বা অনিবার্য পরিণতি।

যখন আইন কোনও কল্পিত পরিস্থিতিকে বাস্তব হিসেবে গণ্য করতে বলে, তখন যদি তা থেকে বিরত থাকার কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তবে একেই বাস্তব ধরে নিয়ে সে পরিস্থিতি বাস্তবে থাকলে যা অবশ্যম্ভাবীভাবে ঘটতো বা ঘটনার সাথে যা সংযুক্ত হতো, সেই ফলাফলসমূহকেও বাস্তব হিসেবে কল্পনা করতে হবে। লর্ড অ্যাসকুইথ ইস্ট এন্ড ডুয়েলিংস্ কোম্পানি লিমিটেড বনাম ফিন্সবুরি বোরো কাউন্সিল, অল ই আর, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮৯-এ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, এমন ধরনের কল্পনা করার পর, তাঁর স্বাভাবিক পরিণতির ক্ষেত্রে মনকে স্থির রাখতে হবে এবং তা নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। ধারা ৮৪ আমাদের এই ধরনের কল্পনা করতে নির্দেশ দেয় যে, পূর্বতন বিহার রাজ্যের বিভাজনের সত্ত্বেও, নিযুক্ত দিনের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকা যেকোনও আইন, সেগুলিতে যদিও অঞ্চলগত উল্লেখ থাকে, তবুও যতক্ষণ না উপযুক্ত আইনসভা বা অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ভিন্নরূপে ব্যবস্থা নেয়, ততক্ষণ সেই আইনসমূহকে বিহার রাজ্যের পূর্বতন সীমানার মধ্যে প্রযোজ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে। সহজভাবে বললে, যদিও আইনে বিহার রাজ্যকে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং যদিও বিহার রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য সৃষ্ট হয়েছে, তবুও নিযুক্ত দিনের পূর্বে যেসব আইন বলবৎ ছিল, সেগুলি পূর্বতন বিহার রাজ্যের অন্তর্গত ভূখণ্ডসমূহে বলবৎ থাকবে। অবশ্যই, উপযুক্ত আইনসভা বা কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তা পরিবর্তন, সংশোধন বা বাতিল করতে পারে।অতএব, যে বিধিসম্মত বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করা হয়েছে, তা এখনও সেই সমস্ত অঞ্চলে কার্যকর যেগুলি পূর্বে বিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ধারা ৮৫ অনুযায়ী, এইসব আইন বা বিজ্ঞপ্তি বাতিল বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই কারণে, উদ্যোক্তারা সেই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেওয়া সুবিধা ও প্রণোদনার অধিকারী হবেন। এই আইনের ধারা ৯১ অনুযায়ী যা প্রাধান্য প্রাপ্ত, তাতে বিধিসম্মত বিজ্ঞপ্তিগুলি প্রাধান্য পাবে এবং সেখান থেকে যে সুবিধাসমূহ উৎপন্ন হয়, তা উপকারভোগীদের প্রদান করতে হবে। আমরা এই ধারণা করার জন্য আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করতে দেব না যে, একসময় যা একটি রাজ্য ছিল তা এখন দুটি হয়ে গেছে এবং এইজন্য আগে যেসব বিক্রয় লেনদেন অন্তঃরাজ্য ছিল তা এখন আন্তঃরাজ্য হয়ে গেছে। যদি নিযুক্ত দিনের পূর্বে বলবৎ থাকা কোনও আইন পরিবর্তন বা বাতিল না হয়, তবে সেই আইনের অধীনে যে সুবিধা প্রযোজ্য ছিল, তা অবশ্যই প্রবাহিত হবে, যদিও বাস্তবে অন্তঃরাজ্য বিক্রয় লেনদেনসমূহ এখন আন্তঃরাজ্য বিক্রয় লেনদেনে পরিণত হয়েছে। আইন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে আইন সংশোধন বা সংশোধন করে অথবা আইন দ্বারা পরিবর্তন, বাতিল বা সংশোধন করে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করলে পরিস্থিতির পরিবর্তন আনার ক্ষমতা দেয়।

অতএব, আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে রাঁচির ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট রিট পিটিশন খারিজ করে ভুল করেছিলেন এই কারণে যে ২২/১২/১৯৯৫ সালের বিজ্ঞপ্তি আন্তঃরাজ্য বিক্রয় লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

৩০) সেই মামলাগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট আইনের ধারাসমূহের ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল ছিল, যেগুলি বর্তমান আপিলসমূহে প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহের সাথে মোটেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। দেওয়ানি আপিল নম্বর ২৪৫০ অব ২০০৩-এ, পাটনা হাইকোর্ট অনুরূপ যুক্তিতে আপিলকারীদের দাবিকে খারিজ করেছে। আদালত পূর্ববর্তী একটি রায় লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু সেটিকে এই ভিত্তিতে পৃথক বলে গণ্য করেছিল যে, বর্তমান মামলায় শিল্প এককটি অবস্থিত ছিল ঝাড়খণ্ড রাজ্যে, অথচ সুবিধার দাবি করা হচ্ছিল বিহার রাজ্যে। আমাদের পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণের আলোকে, এই যুক্তি রিট আবেদন খারিজ করার জন্য প্রাসঙ্গিক বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। তদ্ব্যতীত, যদি এই নীতিকে মান্যতা দেওয়া হয়, তবে তা স্বেচ্ছাচারমূলক ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে, কারণ তখন বিহার রাজ্যে অবস্থিত শিল্প এককসমূহের উদ্যোক্তারা ঝাড়খণ্ড রাজ্যে কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় কর থেকে অব্যাহতির সুবিধা লাভ করবে, অথচ ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অবস্থিত শিল্প এককসমূহের উদ্যোক্তারা সেই সুবিধা পাবে না। আমাদের এই বাস্তবতা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে, আইনসভাকে উপযুক্ত পদ্ধতি ও সমাধান খুঁজে বের করতে হয় তা মোকাবেলার জন্য। যখন বিহার রাজ্য ১৯৯৫ সালে তার শিল্পনীতি ঘোষণা করেছিল, তখন ভবিষ্যতে রাজ্যটি বিভক্ত হবে তা অনুমান করা যায়নি। কিন্তু যখন বিভাজন বাস্তব হয়ে উঠল, তখন সংসদকে দুটি রাজ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত বিধান করতে হয়েছে। যদি বলবৎ আইনসমূহ বিভাজনের দিনেই রহিত হয়ে যেত, তবে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো, কারণ সদ্য সৃষ্ট রাজ্যটি হতো আইনহীন। এই কারণেই আইনটির ধারা ৮৪ ও ৮৫-এর মতো বিধান প্রণীত হয়েছে যাতে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং একই সাথে রাজ্যসমূহকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, তারা মাত্র একটি আদেশ জারির মাধ্যমে দুই বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও অভিযোজন করতে পারবে, এবং পরবর্তীতে আইন প্রণয়ন বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কিত আইনগুলিতে এই ধরণের বিধানগুলি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অতএব, এটি উপযুক্ত যে এই জাতীয় আইনগুলি একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের ফলে সৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং অর্জনের লক্ষ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করা উচিত।

১২) পুনর্গঠন আইনের ৭৮ থেকে ৮০, ৮৫ এবং ৮৬ ধারার উপরোক্ত অনুপাত এবং ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে, ব্যক্তিগত পক্ষ/মূল্যায়নকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে পুনর্গঠন আইন সমগ্র মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত অব্যাহতির সুবিধা প্রত্যাহার বা বাতিল করেনি। পুনর্গঠন আইনের বিধানগুলি "আইন" রক্ষা করে এবং প্রয়োগ করে যার মধ্যে নির্দিষ্ট দিনে ঐক্যবদ্ধ মধ্যপ্রদেশে বলবৎ অব্যাহতির বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইন অভিযোজন আদেশ, ২০০০ বিজ্ঞপ্তি নং এফ ১/১৭/-২০০০/ বাণিজ্যিক কর/v ৩০ নভেম্বর, ২০০২ তারিখের উপর নির্ভর করা হয়েছিল যা ১ নভেম্বর, ২০০০ থেকে কার্যকর হবে, যার প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"২) ছত্তিশগড় রাজ্য গঠনের অব্যবহিত পূর্বে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে বলবৎ থাকা এই আদেশের 'তফসিল'-এ সময়ে সময়ে সংশোধিত আইনগুলি এতদ্বারা ছত্তিশগড় রাজ্যে সম্প্রসারিত এবং বাতিল বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। 'সংশোধন সাপেক্ষে যে সমস্ত আইনে 'মধ্যপ্রদেশ' শব্দের জন্য 'ছত্তিশগড়' শব্দটি যেখানেই থাকুক না কেন, প্রতিস্থাপিত হবে।

৩) তফসিলে উল্লেখিত আইনের অধীনে আদেশ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে করা যেকোনো কাজ বা গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপ (যেকোনো নিয়োগ, বিজ্ঞপ্তি,আদেশ, নিয়ম, ফর্ম, নিয়ন্ত্রণ, শংসা পত্র বা অনুমতি পত্র সহ) ছত্তিশগড় রাজ্যে বলবৎ থাকবে।"

উক্ত বিজ্ঞপ্তির তফসিলে উল্লেখ করা হয়েছে, বিক্রয় কর আইন এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদনুসারে, আইন অভিযোজন আদেশে বলা হয়েছে যে 'মধ্যপ্রদেশ' শব্দটির পরিবর্তে 'ছত্তিশগড়' শব্দটি ব্যবহার করে পরিবর্তনের সাপেক্ষে, 'আইন' প্রযোজ্য থাকবে এবং বলবৎ থাকবে এবং ১১ বছর বা অব্যাহতির পরিমাণ পৌঁছানো পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। অধিকন্তু, পুনর্গঠন আইনের ৮০ ধারা আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষকে পুনর্গঠিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশ এবং নতুন রাজ্য ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে 'আইন' প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়, আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের সামনে মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বা যথাযথভাবে এর সারবস্তুকে প্রভাবিত না করে।

বিধানগুলি ব্যাখ্যা করার সময় আদালতকে এই মূল উদ্দেশ্যটি মনে রাখতে হবে। ধারা ৮৫ একটি অ-প্রতিবন্ধক বা অতিরঞ্জিত ধারার প্রকৃতির, যা নির্দেশ করে যে আইনের বিধানগুলি অন্য কোনও আইনে অসঙ্গতিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও কার্যকর হবে। অতএব, অব্যাহতি বিজ্ঞপ্তিটি উভয় রাজ্যে অর্থাৎ পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যে বলবৎ হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যেন ঐক্যবদ্ধ মধ্যপ্রদেশ রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়নি। পুনর্গঠন আইনের খণ্ড X এর সাথে সমন্বয় সাধন করার এবং পুনর্গঠন আইনের ধারা ৭৮ এবং ৭৯ দ্বারা সৃষ্ট আইনি কল্পনাকে কার্যকর করার একমাত্র উপায় এটি হবে। ধারা ৭৮ একটি ধারণামূলক কল্পনা অন্তর্ভুক্ত করে বেসরকারী পক্ষ/মূল্যায়ককে প্রদত্ত সুবিধাকে অস্বীকার করা হয়নি এবং সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হয়েছে।

১৩) অন্যদিকে, দুটি রাজ্য দাবি করে যে নির্ধারিত দিন থেকে নতুন ছত্তিশগড় রাজ্য অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তাই ছত্তিশগড় রাজ্যের অংশ এবং পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের প্রকৃতির হবে, আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের প্রকৃতির হবে না। পূর্বে একীভূত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিক্রয় কর আইন পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ এবং নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যে প্রযোজ্য হবে তবে দুটি রাজ্যের আঞ্চলিক সীমানা এবং সীমানার মধ্যে প্রযোজ্য হবে। অতএব, পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ এবং নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যের আঞ্চলিক সীমা/সীমানার মধ্যে অবস্থিত ইউনিটগুলি নির্দিষ্ট রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অব্যাহতির সুবিধা ভোগ করবে, দুটি রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়। পুনর্গঠন আইনের ৭৮ এবং ৭৯ ধারার সঠিক তাৎপর্য এবং অর্থ এটি। শ্রী পীরা মোহাম্মদ মাহমুদ সাহেব বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য[২] মামলায় অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছিল, যা আমরা যথাযথ পর্যায়ে ঘোষণা করব।

১৪) দলগুলোর যুক্তি বিবেচনা করার পর এবং পুনর্গঠন আইনের ধারা ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৫ এবং ৮৬ এর প্রেক্ষাপটে, আমরা মনে করি মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় রাজ্যের গৃহীত অবস্থান সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। আমরা ইতিমধ্যেই পূর্বোক্ত বিধানগুলি পুনরুত্পাদন করেছি এবং অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০ এ আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করেছি এবং এখন পুনর্গঠন আইনের ধারা ৭৮ এবং ৭৯ এর ব্যাখ্যার দিকে এগিয়ে যাব।

২) ১৯৬০ (১১) এস টি সি ৪৫৬

পুনর্গঠন আইনের ধারা ৭৮ দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে পুনর্গঠন আইনের বিধানগুলি নির্ধারিত তারিখের ঠিক আগে কার্যকর কোনও আইন যে অঞ্চলগুলিতে প্রসারিত বা প্রযোজ্য হয় সেগুলিতে কোনও পরিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করা হবে না। অন্য কথায়, নির্ধারিত তারিখের আগে কার্যকর আইন, যা বর্তমান ক্ষেত্রে ১লা নভেম্বর, ২০০০, উত্তরসূরী বা পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকবে যেমনটি দ্বিখণ্ডনের আগে বিদ্যমান ছিল। এটি স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ, কারণ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের আইনসভা ও নির্বাহী কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহ, রাজ্যটির পুনর্গঠন/বিভাজনের পর তার অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডসমূহে অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। বিভাজনের ফলে কিছু এলাকা, যা পূর্বে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অংশ ছিল, এখন নতুন গঠিত ছত্তিশগড় রাজ্যের অংশ হয়ে গেছে; তথাপি, এটি গুরুত্বহীন, এবং নিযুক্ত দিনের পূর্বে যেভাবে আইনসমূহ প্রযোজ্য ছিল, সেভাবেই তা পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত প্রয়োজনীয় ভূখণ্ডসমূহে প্রযোজ্য থাকবে। ধারা ৭৮ নিঃসন্দেহে 'বিধৃত' শব্দটি ব্যবহার করেছে, তবে প্রকৃতপক্ষে, ধারার প্রথম অংশে কোন কল্পিত আইনি মতবাদ আরোপ করা হয়নি বরং একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ধারার দ্বিতীয় অংশে একটি কল্পিত আইনি মতবাদ আরোপ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে ভূখণ্ডগত যে উল্লেখ রয়েছে — অর্থাৎ, বিভাজনের পূর্বে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের আইনসভা ও নির্বাহী কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহ — সেগুলি যতক্ষণ না উপযুক্ত আইনসভা বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ভিন্নভাবে নির্ধারণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'বর্তমান' মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের নিযুক্ত দিনের পূর্ববর্তী ভূখণ্ড হিসেবে গণ্য করা হবে। এই বিধানের ফলে, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কর্তৃক পুনর্গঠনের পূর্বে প্রণীত আইনসমূহ, উভয় রাজ্য — নতুন গঠিত ছত্তিশগড় রাজ্য ও পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য — উভয়ের ক্ষেত্রেই কার্যকর থাকবে, তবে প্রত্যেকটি রাজ্যের নিজ নিজ ভূখণ্ডগত পরিসীমার মধ্যে। একীভূত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে বলবৎ থাকা আইনসমূহ, উভয় রাজ্যে কার্যকর থাকবে — তবে একটি একক আইন বা বিধান হিসেবে নয়, বরং দুইটি পৃথক রাজ্যের জন্য দুইটি পৃথক আইন বা বিধান হিসেবে।

১৫) ধারা ৭৮-এর দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করা এই ধারণামূলক কল্পকাহিনীতে এই ধারণা করা হয়নি যে, যেসব অঞ্চল পূর্বে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অংশ ছিল কিন্তু এখন ছত্তিশগড় রাজ্যের অংশ, সেগুলি পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অংশ হিসেবেই থাকবে অথবা অন্য রাজ্যের অংশ হিসেবে গণ্য করা উচিত। ধারা ৭৮-এ যা বলা হয়েছে তা এই নয়। ধারা ৭৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে কল্পকাহিনী হিসেবে বিবেচনা করলে স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় অর্থে এই ধরণের কোনও শর্ত প্রসারিত বা অন্তর্ভুক্ত হয় না। আসলে, এটি দূর থেকেও কল্পনা করা যায় না।

এই আদালত বি. এস. গোরা বনাম চণ্ডীগড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল [৩] মামলায় (উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ৬ হইতে ৮ পর্যন্ত) পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন যে, একটি 'বিধৃত বিধান' কেবলমাত্র যে উদ্দেশ্যে সেটি সৃষ্ট, সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কার্যকর হয় এবং আদালতের উচিত এই কল্পিত আইনি ধারণাকে তার বৈধ ক্ষেত্র ও আইনসভা কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও সীমার বাইরে প্রসারিত না করা। এই ধরণের কল্পিত বিধান সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মনে রাখা একান্ত জরুরি। বর্তমান আইনে, পুনর্গঠন আইনের ধারা ৭৮-এ যে বিধৃত বিধানের কথা বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সীমিত ও নির্দিষ্ট, এবং তাহা শুধুমাত্র একীভূত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে বলবৎ আইনসমূহ নতুন গঠিত ছত্তিশগড় রাজ্যে কার্যকর রাখার জন্য; তাহার অতিরিক্ত আর কিছু নয়।

১৬) ধারা ৭৯ অনুযায়ী, পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ও নতুন গঠিত ছত্তিশগড় রাজ্যের উপযুক্ত সরকার নিযুক্ত দিনের পর হইতে দুই বৎসরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে একটি আদেশ জারি করিয়া, প্রয়োজনে বা সুবিধার্থে, একীভূত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে প্রণীত পূর্ববর্তী আইনসমূহে বাতিল বা সংশোধনের মাধ্যমে যেরূপ অভিযোজন বা পরিবর্তন করা প্রয়োজন, তাহা করিতে পারিবে। সেই অনুসারে, প্রত্যেকটি আইন অভিযোজন বা সংশোধন অনুযায়ী কার্যকর হইবে, যতক্ষণ না তাহা পরবর্তীতে বাতিল, পরিবর্তন বা সংশোধন করা হয় উপযুক্ত আইনসভা বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক। উক্ত ধারার ব্যাখ্যাংশে বলা হইয়াছে যে, 'উপযুক্ত সরকার' অর্থাৎ যদি কোন আইন ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত বিষয়ে হয়, তবে কেন্দ্র সরকার; আর যদি রাজ্য প্রয়োগভিত্তিক হয়, তবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার।

১৭) ধারা ৮০ একীভূত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কর্তৃক নিযুক্ত দিনের পূর্বে প্রণীত আইনসমূহের ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যার নীতিমালা সংক্রান্ত। এই ধারায় বলা হইয়াছে, যদিও ধারা ৭৯-এর শর্ত মোতাবেক কোন বিধান বা পর্যাপ্ত বিধান করা না হইয়া থাকে, তবুও আদালত, ট্রাইবুনাল বা কর্তৃপক্ষ — একীভূত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের প্রণীত আইনসমূহ ব্যাখ্যা করিবার সময় — এমনভাবে আইনসমূহের ব্যাখ্যা করিবে, যাহাতে তাহা উত্তরাধিকারী রাজ্য অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে কার্যকর করা সহজ হয়, তবে আইনের মূল বক্তব্য বা বিষয়বস্তু পরিবর্তন না করিয়া। অর্থাৎ, আদালত, ট্রাইবুনাল বা কর্তৃপক্ষ আইনসমূহ ব্যাখ্যা করিবার সময় মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুসারে চলিবে, যেন আইনটি যথাযথভাবে উত্তরাধিকারী দুইটি রাজ্যে কার্যকর হয় — যদিও নিযুক্ত দিনের পূর্বে বা নিযুক্ত দিনের পর দুই বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইনসভা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন সম্পর্কিত কোন পৃথক আইন প্রণয়ন করে নাই।

৩) (২০০৭) ৬ এস সি সি ৩৯৭

১৮) পুনর্গঠন আইনের ধারা ৮৫-তে বলা হয়েছে যে, উক্ত আইনটির বিধানসমূহ অন্যান্য যেকোনও আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকলেও তা সত্ত্বেও কার্যকর থাকবে। অতএব, পুনর্গঠন আইনের বিধানসমূহকে অন্য যেকোনও আইনের তুলনায় প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। তবে, এই প্রাধান্য প্রদানের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সংবিধান অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশের উত্তরাধিকারী রাজ্য ও ছত্তিশগড় রাজ্য সৃষ্টি হওয়ার ফলে যে বৈধ প্রভাব ও পরিণতি সৃষ্টি হয়েছে, তা অস্বীকার বা বাতিল করা হইবে। কারণ, এই দুটি রাজ্যের জন্য পৃথক পৃথক সরকার গঠিত হইয়াছে, যাহাতে পৃথক আইনসভা ও নির্বাহী অঙ্গ বিদ্যমান। নিযুক্ত ১লা নভেম্বর, ২০০০ তারিখ হইতে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ও ছত্তিশগড় রাজ্যের মধ্যে যেকোনও বাণিজ্য (বিপরীত দিক থেকেও) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য হিসেবে গণ্য হইবে, অভ্যন্তরীণ রাজ্য বাণিজ্য নয়। পুনর্গঠন আইনের বিধানসমূহ ও উক্ত আইনে ব্যবহৃত কল্পিত আইনি মতবাদ কোথাও এমন কিছু ধারণা প্রদান করে না যে, উক্ত দুই রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য পূর্বের ন্যায় অভ্যন্তরীণ রাজ্য বাণিজ্য রূপে অব্যাহত থাকবে এবং আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে পরিণত হবে না। প্রকৃতপক্ষে, যদি এমন কোনও বিধৃত কল্পনা করা হতো যে, দুই রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য এখনও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলেই গণ্য হইবে, তবে তা সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদ-এর পরিপন্থী হইতো — যাহা ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে সংশোধনের পূর্বে নিম্নরূপ ছিল:

"২৮৬) বস্তু বা দ্রব্যের বিক্রয় বা ক্রয় সম্পর্কিত কর আরোপের উপর নিষেধাজ্ঞা: কোন রাজ্যের আইন এইরূপ কোন কর আরোপ করিবে না বা কর আরোপের অনুমোদন দিবে না, যেখানে উক্ত বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয়—

(ক) রাজ্যের বহির্ভাগে; অথবা

(খ) দ্রব্য ভারতীয় ভূখণ্ডে আমদানি বা ভারতীয় ভূখণ্ড হইতে রপ্তানি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায়।

(২) সংসদ আইন দ্বারা এই বিষয়ে নীতিমালা নির্ধারণ করিতে পারে, যে কোন পরিস্থিতিতে উক্ত বিক্রয় বা ক্রয় উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত কোন পদ্ধতিতে সংঘটিত হইয়াছে।

(৩) কোন রাজ্যের আইন, যতদূর পর্যন্ত তাহা কর আরোপ করে বা কর আরোপের অনুমোদন দেয়—

(ক) সেই সকল দ্রব্যের উপর বিক্রয় বা ক্রয় কর, যাহাকে সংসদ আইন দ্বারা আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে; অথবা...

(খ) যদি কোনও রাজ্যের আইন এমন কোনও পণ্যের বিক্রি বা কেনাকাটার উপর কর চাপায়, আর সেই করটা হয় সংবিধানের ৩৬৬ অনুচ্ছেদের ২৯(ক)-এর (খ), (গ) বা (ঘ) উপ-প্রকরণের উল্লেখ করা ধরনের,

তাহলে সেই কর আরোপ করার নিয়ম-কানুন, করের হার, আর কর সংক্রান্ত অন্য বিষয়গুলো সংসদ যেভাবে আইন করে ঠিক করবে, সেভাবেই মানতে হবে।"

উক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনও রাজ্য আন্তঃরাজ্য বিক্রয় সংক্রান্ত কর আদায়ের বিষয়ে কোনও আইন করতে পারে না। সংবিধানের প্রসঙ্গে 'আন্তঃরাজ্য বিক্রয়' ও 'অন্তঃরাজ্য বিক্রয়'–এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য নিয়ে একাধিক মামলায় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য' শব্দটির একটি নির্দিষ্ট আইনগত অর্থ আছে—এটি বোঝায় যখন একটি রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্য পাঠানো বা সরানো হয়। এমন লেনদেনগুলিকে, যদিও বিক্রয়ের স্থানের একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে, তা অন্তঃরাজ্য বিক্রয় নয়, বরং আন্তঃরাজ্য বিক্রয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কারণে, যখন কোনও পণ্য এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যায়, এমনকি যদি মালিকানা প্রেরণকারী বা গ্রহণকারীর মধ্যে পরিবর্তিত না-ও হয়, তবুও সেই লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্য বিক্রয় সংক্রান্ত প্রযোজ্য আইন অনুসরণ করতেই হবে। এই নিয়মটি ছত্তিশগড় ও পুনর্গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের মধ্যকার আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। পণ্য এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়া মানেই তা আন্তঃরাজ্য বিক্রয়। শুধুমাত্র এই কারণে যে আগে দুই রাজ্য একসঙ্গে ছিল এবং একসঙ্গে কর আরোপ করা হতো, এই বাস্তবতা বদলালেও সংবিধান অনুযায়ী দুটি আলাদা রাজ্য গঠিত হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ২৮৬-এর আইনি প্রভাব বদলায় না। সুতরাং, এখন যেকোনও বিক্রয় যা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘটে, তা আন্তঃরাজ্য বিক্রয় হিসেবেই গণ্য হবে।

১৯) পুনর্গঠন আইনের ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি উক্ত আইনের বিধান কার্যকর করতে কোনও অসুবিধা দেখা দেয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে, অসুবিধা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় এবং সমীচীন যেকোনো কিছু করতে পারেন। তবে, এই ধরনের আদেশ পুনর্গঠন আইনের বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। শর্তাবলীতে বলা হয়েছে যে, নির্ধারিত তারিখ থেকে তিন বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কোনও আদেশ দেওয়া হবে না।

২০) রঞ্জন সিনহা এবং অন্য একজন বনাম অজয় কুমার বিশ্বকর্মা এবং অন্যান্য ৪ মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট করে বলেছেন যে সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদের অধীনে, সংসদকে যেকোনো রাজ্য থেকে অঞ্চল পৃথক করে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যকে একত্রিত করে একটি নতুন রাজ্য গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৪) (২০১৭) ১৪ এস সি সি ৭৭৪

সংবিধানের ৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনে পরিপূরক, আনুষঙ্গিক এবং আনুষঙ্গিক বিধান থাকতে পারে। ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদ কর্তৃক বিদ্যমান রাজ্যের ভূখণ্ড পুনর্গঠিত হলে, সার্বভৌমত্বের কোনও পরিবর্তন হয় না এবং এটি কেবলমাত্র অঞ্চলগুলির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ বিদ্যমান রাজ্যের অংশ গঠিত অঞ্চলগুলির কিছু অংশ এখন নবগঠিত রাজ্যের অংশ হবে অথবা একটি নতুন রাজ্যে একীভূত হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে, পুনর্গঠিত রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগুলির জন্য প্রযোজ্য আইনগুলি নতুন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগুলিতে প্রযোজ্য থাকবে যতক্ষণ না নবগঠিত রাষ্ট্র তার যোগ্যতার সাপেক্ষে বিদ্যমান এবং প্রযোজ্য আইনগুলিকে অভিযোজিত করে বা সংশোধন বা বাতিল করে।

"৩৬) পুনরুক্তির ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, আমরা আবার উল্লেখ করতে পারি যে, সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ কোনও রাজ্যের সীমা পরিবর্তন, সংশোধন, একত্রিকরণ, বিভাজন, নতুন রাজ্য গঠন অথবা কোনও রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনে "পরিষ্কার খাতা" বা তাবুলা রাসা নীতিটি যেভাবে প্রযোজ্য হয়, তা সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতের রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পুনর্গঠিত রাজ্যগুলো একেবারে নতুন হিসেবে শুরু করে না, বরং তারা পূর্ববর্তী কোনও বিদ্যমান রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে কাজ করে। বিহার পুনর্গঠন আইন (বি আর ও এ) অনুযায়ী, ঝাড়খণ্ড রাজ্যটি বিহার রাজ্য থেকে পৃথক করা হয় এবং অন্যান্য আলাদা রাজ্যগুলোর মতো এটি ১৫/১১/২০০০ তারিখে গঠিত হয়। যদি ওই বিভাজনের দিন কার্যরত সব আইন অকার্যকর হয়ে যেত, তাহলে একটি বিপর্যয়কর অবস্থা তৈরি হতো, কারণ নতুন গঠিত রাজ্যটি হয়ে যেত আইনহীন রাজ্য। এই ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য, বি আর ও এ-এর ধারা ৮৪ ও ৮৫-এর মতো বিধান রাখা হয়েছে, যাতে আগের আইন চলমান থাকে এবং একই সঙ্গে রাজ্যগুলোকে দুই বছরের মধ্যে কেবল একটি আদেশ জারি করেই সেই আইনে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন বা মানানসই করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দুই বছর পরে অবশ্য এই পরিবর্তন করতে হবে বিধান প্রণয়ন বা অন্য ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

এই সিদ্ধান্তে সংসদের দ্বারা সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদের অধীনে গৃহীত একাধিক আগের আইন উল্লেখ করা হয়েছে, যার শুরু "রাজ্য পুনর্গঠন আইন, ১৯৫৬" থেকে এবং তা গিয়ে শেষ হয়েছে "বিহার পুনর্গঠন আইন, ২০০০"-এ। এই সব আইনে বর্তমান ঘটনার মতোই “আইনের ভূখণ্ডগত প্রয়োগ” ও “আইন মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা” শীর্ষক অনুরূপ বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিহার পুনর্গঠন আইন, ২০০০-এর ধারা ৮৪-র উল্লেখ করে, যা পুনর্গঠন আইনের ধারা ৭৮-এর সঙ্গে হুবহু এক ভাষায় রচিত, এই আদালত রঞ্জন সিনহা (উপরিউক্ত) মামলায় নিম্নরূপ মন্তব্য করেছে:

"২৯) ধারা ৮৪-এ দুটি আইনি কল্পকাহিনী রয়েছে, প্রথমত, বিহারের পুনর্গঠন বিহার রাজ্য কর্তৃক পুনর্গঠনের পূর্বে এবং পুনর্গঠনের পরে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অঞ্চলে প্রণীত আইনের প্রযোজ্যতার উপর প্রভাব ফেলবে না। অন্য কথায়, বিহার কর্তৃক প্রণীত একটি আইন পুনর্গঠনের পরেও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অঞ্চলগুলি সহ পূর্ববর্তী বিহার রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয় কল্পকাহিনী হল যে যতক্ষণ না ঝাড়খণ্ড সংশোধন বা অন্যথায় এটির বিধান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিহার রাজ্যের কোনও আইনে আঞ্চলিক উল্লেখ বলতে পুনর্গঠনের পূর্বে বিহারের সমস্ত অঞ্চলকে বোঝাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি বিহার সমগ্র বিহারের জন্য প্রযোজ্য আইন তৈরি করে থাকে, তবে নতুন রাজ্য দ্বারা এটি সংশোধন না করা পর্যন্ত এটি বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যে অঞ্চলগুলিতে এই আইন প্রযোজ্য হবে সেগুলিতে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ধারা ৮৫ হল একটি সক্ষমকারী বিধান যা উভয় রাজ্যকে নবগঠিত রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে আইনের অভিযোজন এবং পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেয়।"

বিহার পুনর্গঠন আইন, ২০০০-এর ধারা ৮৪ ও ধারা ৮৫-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে — যা পুনর্গঠন আইনের ধারা ৭৮ ও ধারা ৭৯-এর সদৃশ — রঞ্জন সিনহা মামলায় এই আদালত আইনগুলির অবিচ্ছিন্ন প্রয়োগের তত্ত্ব-কে সমর্থন করে বলেন যে, আন্তর্জাতিক আইনে যেমন "পরিষ্কার খাতা" নীতি বিদ্যমান — যার অর্থ উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র সাধারণত পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের চুক্তিগত দায়িত্ব বা অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে না — সেই নীতির সঙ্গে ভারতের সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ যে ভূখণ্ড পুনর্বিন্যাস করে, তার পার্থক্য রয়েছে। পুনর্গঠিত রাজ্যগুলো সাধারণত একেবারে নতুনভাবে বা তাবুলা রাসা হিসেবে শুরু করে না, বরং তারা আগের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে কাজ করে। যদি নতুন রাজ্য তার সৃষ্টির দিনে কোনো আইন ছাড়াই গঠিত হতো, তাহলে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এই শূন্যতা ও অন্তর্বর্তী সময়কে মোকাবিলা করার জন্য পুনর্গঠন আইনসমূহে একটি আইনি কল্পনা গঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে তার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে প্রযোজ্য আইনগুলির প্রয়োগ অব্যাহত থাকে, পূর্বেও এবং পরেও। তবে এই কল্পনার সীমা রয়েছে, এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হচ্ছে — পূর্ববর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে যেসব আইন প্রযোজ্য ছিল, সেগুলি নতুন রাজ্যেও চলতে থাকবে যতক্ষণ না নতুন রাজ্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহকে সংশোধন বা রহিত করার মাধ্যমে মানিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা না করে। এই মানিয়ে নেওয়া বা পরিবর্তনের জন্য সাধারণত নির্ধারিত সময়সীমা দুই বছর, যা গণনা করা হয় নিয়োজিত দিন থেকে — অর্থাৎ যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি গেজেটে রাজ্য বিভাজনের মাধ্যমে নতুন দুটি রাজ্য গঠনের আদেশ প্রকাশ করে।

২১) এম.পি.ভি. সুন্দরারামিয়ার অ্যান্ড কোং বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য এবং আরও ৫ মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ে মাদ্রাজ শহরে ব্যবসা পরিচালনাকারী ডিলারদের অন্ধ্র রাজ্যকে অন্ধ্র রাজ্যে ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিক্রয় কর আরোপ থেকে বিরত রাখার জন্য বেশ কয়েকটি বিরোধ পরীক্ষা করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। উত্থাপিত বিরোধগুলির মধ্যে একটি হল ১৯৫৩ সালের অন্ধ্র রাজ্য আইনের ৫৩ ধারার প্রকৃত ব্যাখ্যা, যুক্তি ছিল যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অন্ধ্র রাজ্য একটি পৃথক রাজ্য ছিল, কিন্তু বিভাগ/বিভক্তির তারিখে আইন প্রয়োগের জন্য, অন্ধ্র রাজ্যকে মাদ্রাজ রাজ্যের একটি অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। এই বিরোধটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এই বলে যে অন্ধ্র এবং মাদ্রাজ রাজ্য দুটি পৃথক রাজ্য এবং দুটি পৃথক অভিন্ন আইন দ্বারা পরিচালিত হত। তদনুসারে, যখন প্রযোজ্য বিক্রয় কর আইনে ধারাবাহিক সুতা বিক্রয়ের উপর একক কর আরোপের বিধান ছিল, তখন এটি মাদ্রাজ বা অন্ধ্র রাজ্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেমনটি প্রযোজ্য, অন্য রাজ্য বা আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নয়। ধারা ৫৩ অনুসারে, যে অঞ্চলগুলি গঠিত হয়েছিল এবং অন্ধ্র রাজ্যের অংশ হয়ে উঠেছে, সেখানে বিদ্যমান আইনগুলি মাদ্রাজ রাজ্য কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। ধারা ৫৩ অনুসারে, মাদ্রাজ রাজ্য কর্তৃক প্রণীত আইনগুলি আগের মতোই কার্যকর থাকবে। এতে রাজ্যগুলি এক থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়নি। স্পষ্টতা এবং সুবিধার জন্য, আমরা উক্ত রায়ের ৬০ অনুচ্ছেদ পুনরুত্পাদন করছি, যা নিম্নরূপ:

"৬০) (VI) আবেদনকারীদের আরেকটি যুক্তি হলো, অন্ধ্র রাজ্য কর্তৃক অন্ধ্র রাজ্যের ডিলারদের কাছে সুতা বিক্রির উপর প্রস্তাবিত কর আরোপ অবৈধ কারণ মাদ্রাজ আইন এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, যেখানে সুতার ধারাবাহিক বিক্রয় হয়, সেখানে কেবলমাত্র এক পর্যায়ে কর আরোপ করা যেতে পারে এবং যেহেতু মাদ্রাজ সরকার ইতিমধ্যেই সেই রাজ্যের মধ্যে বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করেছে, তাই অন্ধ্র রাজ্য কর্তৃক একই পণ্যের উপর দ্বিতীয় কর আরোপ করা অননুমোদিত এবং তাই মূল্যায়নের হুমকি দেওয়া প্রক্রিয়া অযোগ্য। এই যুক্তি স্পষ্টতই অগ্রহণযোগ্য। যখন মাদ্রাজ আইনে সুতার ধারাবাহিক বিক্রয়ের উপর একক কর আরোপের বিধান রয়েছে, তখন এটি কেবল মাদ্রাজ রাজ্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, কারণ মাদ্রাজ আইনসভার কাছে অন্য রাজ্যে কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়ন করার অযোগ্য হবে। কিন্তু যুক্তি দেওয়া হয় যে, ১৯৫৩ সালের অন্ধ্র রাজ্য আইনের ধারা ৫৩ এর প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুসারে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অন্ধ্রকে একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে গণ্য করা হলেও, সেই তারিখে বিদ্যমান আইন প্রয়োগের জন্য এটিকে মাদ্রাজ রাজ্যের অংশ হিসেবে গণ্য করা উচিত।

আমরা এই ব্যাখ্যার সাথে একমত নই। আমাদের মতে, ধারা ৫৩ কেবল এটুকুই বলে যে, যেসব অঞ্চলে পূর্বে আইন কার্যকর ছিল এবং যেগুলি একত্রিত হয়ে আন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যে পরিণত হয়েছে, সেখানে পূর্ববর্তী আইনসমূহ আগের মতোই বলবৎ থাকবে। বাস্তবে, ১৯৫৩ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে জারি করা একটি মানিয়ে নেওয়ার আদেশ-এর মাধ্যমে মাদ্রাজ সাধারণ বিক্রয় কর আইন-এ "মাদ্রাজ" শব্দটি পরিবর্তন করে "আন্ধ্র" প্রতিস্থাপন করা হয়। অতএব, এই যুক্তির মধ্যে কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

২২) পুনর্গঠন আইন সংক্রান্ত উপরোক্ত ধারাগুলোর প্রসঙ্গে, এখন আমরা অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করব, যা "শ্রী পীরা মোহাম্মদ মহম্মুদ সাহেব বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য" (উপরে উল্লেখিত) মামলায় প্রদান করা হয়েছিল। এই মামলাটি মাদ্রাজ রাজ্যের পুনর্গঠনের পর, অর্থাৎ নতুনভাবে গঠিত আন্ধ্র রাজ্য এবং পুনর্গঠিত মাদ্রাজ রাজ্য সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে সিদ্ধান্ত দেয়। এই রায়ে বলা হয় যে, আন্ধ্র রাজ্য আইন, ১৯৫৩-এর ধারা ৩ অনুযায়ী, উল্লিখিত অঞ্চলসমূহ ১লা অক্টোবর, ১৯৫৩ তারিখ থেকে মাদ্রাজ রাজ্যের অংশ থাকবে না এবং সেগুলি আন্ধ্র রাজ্যের অংশ হয়ে যাবে। আরও বলা হয়, যেসব আইন সেই অঞ্চলসমূহে আগে বলবৎ ছিল, সেগুলি আন্ধ্র রাজ্য গঠনের পরেও বহাল থাকবে। এই প্রেক্ষিতে, উদাহরণস্বরূপ, মাদ্রাজ সাধারণ বিক্রয় কর আইন, ১৯৩৯ নতুন আন্ধ্র রাজ্যেও কার্যকর থাকবে, এবং ওই আইনে ব্যবহৃত "মাদ্রাজ" শব্দটি "আন্ধ্র" দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে, আন্ধ্র রাজ্য আইন, ১৯৫৩-এর ধারা ৫৩, যা পুনর্গঠন আইন, ২০০০-এর ধারা ৭৮-এর সঙ্গে সমতুল্যঘোষণা করে যে, আন্ধ্র রাজ্যের উদ্ভব হলেও চলমান আইনে কোনো পরিবর্তন হবে না। এই ধারা প্রণীত হয়েছে আইনের কোনো শূন্যতা বা বিচ্ছিন্নতা এড়ানোর জন্য, যাতে একই আইন মাদ্রাজ ও আন্ধ্র—উভয় রাজ্যে অব্যাহতভাবে কার্যকর থাকে।

২৩) আমরা স্বর্ণরেখা কোকস অ্যান্ড কোলস প্রাইভেট লিমিটেডের মামলার রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেছি (উপরে উল্লেখিত) এবং ২৬, ২৭ এবং ২৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আদেশের সাথে একমত হতে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই, তবে অনুচ্ছেদ ২৯-এ লিপিবদ্ধ অনুপাতের সাথে একমত হতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। বিহার পুনর্গঠন আইন, ২০০০-এর ৮৪ এবং ৮৫ ধারার প্রভাব ছিল নতুন ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বিহার রাজ্য কর্তৃক প্রণীত আইনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা, যা পূর্বে বিহার রাজ্যের অংশ ছিল এমন অঞ্চল হস্তান্তরের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল। এই ধারাগুলিতে একটি কাল্পনিক ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যাতে নিশ্চিত করা যায় যে নতুন ঝাড়খণ্ড রাজ্য পূর্ব-বিদ্যমান আইন দ্বারা পরিচালিত হবে, অন্যথায়, একটি বিশৃঙ্খল এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হবে যেখানে নতুন রাজ্য কোনও আইন দ্বারা পরিচালিত হবে না

এটিই বিহার পুনর্গঠন আইন, ২০০০-এর ৮৪ ধারা দ্বারা সৃষ্ট আইনি কল্পকাহিনীর প্রকৃত প্রভাব, অর্থাৎ, রাজ্যের পুনর্গঠন রাজ্যের মধ্যে বিদ্যমান আইনগুলির পুনর্গঠনের আগে এবং পরেও রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অঞ্চলে প্রযোজ্যতার উপর প্রভাব ফেলবে না। উক্ত কল্পকাহিনীটি এমন ধারণা দেয় না এবং কল্পনাও করা যায় না যে বিক্রয় লেনদেনের উদ্দেশ্যে বা এমনকি অন্যান্য উদ্দেশ্যে, নতুন রাজ্যের একটি পৃথক রাজ্য হিসাবে কোনও রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক অস্তিত্ব ছিল না এবং একটি নতুন আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত, দুটি রাজ্যকে পুনর্গঠনের আগে যেমন ছিল তেমন একটি রাজনৈতিক রাজ্য হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বিহার রাজ্যের মধ্যে থাকা বিক্রয় লেনদেনগুলি, যা এখন পর্যন্ত আন্তঃরাজ্য বিক্রয় ছিল, দুটি নতুন রাজ্য অস্তিত্বে আসার পরে আন্তঃরাজ্য লেনদেনে পরিণত হবে। বিধানগুলিতে বলা হয়নি যে নতুন রাজ্য তৈরি হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের লেনদেনগুলিকে আন্তঃরাজ্য লেনদেন হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

২৪) স্বর্ণ রেখা কোকস অ্যান্ড কোলস প্রাইভেট লিমিটেড (উল্লিখিত) মামলার প্যারাগ্রাফ ৩০-এ যে যুক্তি প্রদান করা হয়েছে, তার প্রসঙ্গে এই আদালত স্বীকার করে যে, নতুন একটি রাজ্যের সৃষ্টি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা হতে পারে এবং এর ফলে কিছু অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে। তবে, এটি কোনোভাবেই এমন একটি কারণ হতে পারে না যার ভিত্তিতে দুই উত্তরাধিকারী রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য বিক্রয়কে অন্তঃরাজ্য বিক্রয় হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এমন ব্যাখ্যা সংবিধান ও পুনর্গঠন আইন—উভয়ের বিরোধী। যখনই একটি নতুন রাজ্য সৃষ্টি হয়, তখন কিছু সমস্যার উদ্ভব হতেই পারে; কিন্তু সেসব সমস্যার সমাধান সংবিধান ও প্রণীত আইনের কাঠামোর মধ্যেই করতে হবে, পার্লামেন্টের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে নয়, যিনি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী নতুন রাজ্য গঠনের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। অতএব, নতুন রাজনৈতিক রাজ্যের সৃষ্টি হলে তাকে সম্পূর্ণ আইনগত স্বীকৃতি দিতে হবে। এই কারণে, আদালত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্বর্ণ রেখা কোকস অ্যান্ড কোলস প্রাইভেট লিমিটেড মামলার উপরে উল্লেখিত) অনুচ্ছেদ ২৯ ও ৩০-এ যে বিপরীতমুখী পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি প্রদান করা হয়েছে, তা এই মামলায় আলোচিত আইনি অবস্থান ও ব্যাখ্যার আলোকে বাতিল/অগ্রাহ্য ঘোষণা করছে।

২৫) পরিশেষে, আমাদের অবশ্যই বেসরকারী পক্ষ/মূল্যায়ক কর্তৃক প্রদত্ত একটি আবেদনের কথা মনে রাখতে হবে যে অব্যাহতি ধারার অধীনে এমনকি আন্তঃরাজ্য লেনদেনও কিছু সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ছিল। এই অভিযোগটি রিট পিটিশনে বা আমাদের সামনে আসা আবেদনেও উত্থাপিত হয়নি এবং এটি প্রথমবারের মতো জোর দিয়ে বলা হয়েছে এবং যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা শূন্যতার মধ্যে এই অভিযোগের উপর মন্তব্য করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে চাই না এবং বেসরকারী পক্ষ/মূল্যায়ক কর্তৃক আইনের অধীনে যথাযথ কার্যক্রমে কর্তৃপক্ষের সামনে এই আবেদনটি উত্থাপন করার জন্য উন্মুক্ত রেখেছি।

অন্যভাবে বললে, কর্তৃপক্ষরা বিবেচনা করবেন যে সংশ্লিষ্ট আন্তঃরাজ্য লেনদেনগুলো কোনো ছাড় বা সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কিনা, এবং যদি হয়, তবে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (আসেসি) সেই সুবিধা পাওয়ার শর্তাবলি পূরণ করেছেন কি না। এই প্রসঙ্গে আদালত কোনো মতামত প্রদান করেনি—সেটি পক্ষে বা বিপক্ষে, কোনোটিই নয়। আলোচিত হয়েছে, কিছু মামলায় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তমূলক আদেশ জারি করেছে, এবং আসেসিরা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করায় আপিল করেননি। আবার, কিছু আসেসি হাইকোর্টে সফলও হয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে, আদালতের পর্যবেক্ষণ হলো—আসেসিরা যদি ইচ্ছা করেন, তবে প্রচলিত আইনের অধীনে সেই আদেশগুলোর বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, তারা লিমিটেশন অ্যাক্ট, ১৯৬৩-এর ধারা ১৪ অনুযায়ী অথবা রাষ্ট্রীয় আইনসমূহে প্রযোজ্য অন্যান্য বিধানের আওতায় আবেদন করে সেই সময়সীমা বাদ দেওয়ার আবেদন করতে পারেন, যেই সময়ের মধ্যে মামলা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন ছিল। এমন পরিস্থিতিতে, যেহেতু আদালত স্বর্ণ রেখা কোকস অ্যান্ড কোলস প্রাইভেট লিমিটেড মামলার (উপরেও উল্লেখিত) অনুচ্ছেদ ২৯ ও ৩০-এর রায় বাতিল করেছে, তাই কর্তৃপক্ষের জন্য উপযুক্ত হবে যদি তারা ঐ বিচারাধীন সময়সীমাকে বাদ দেন।

২৬) সুতরাং, উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনার আলোকে, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ও ছত্তিশগড় রাজ্য কর্তৃক দায়েরকৃত বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানী) নম্বর ১০৫২০/২০১৩, ১৩৩৪, ১০১৬৫, ২৩২৯৭, ২৩৫৯২/২০১৪, ৬৭২৯ ও ১৬৫৫০/২০১৬ থেকে উদ্‌ভূত আপিলগুলো মঞ্জুর করা হলো এবং ব্যক্তিগত পক্ষসমূহ/আসেসি কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানী আপিল নম্বর ৪৬০, ৪৬১, ৭০৭৩/২০০৫ ও ২৩৪৩/২০০৭ খারিজ করা হলো।

বিভূতি ভূষণ বসু

আপিল খারিজ করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal